বাসন্তী

(নাটক)

শ্রীবিমল বোস

প্রাপ্তিস্থান :—

বুক এজেন্সি

৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

প্রকাশক
যুগের বাণী
৭নং কাশি ঘোষ লেন,
এ, কে, মুখার্জ্জী।

মূল্য বারো আনা

শ্রীবিষ্ণুপদ মণ্ডল
কর্ত্তৃক
হিরোবালা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১০৯, অপার সারকুলার রোড
হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

যাঁরা আমায় চিরদিন সুখে দুঃখে ভালো বেসে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন, তাঁদেরকেই উৎসর্গ করলাম আমার এই ক্ষুদ্র নাটক।

শারদ
সপ্তমী
১৩৫২

—লেখক

B1754

কবি আর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায় এই নাটকের সমস্ত গানগুলো
লিখে দিয়ে এবং সমস্ত নাটকটা আগাগোড়া
সংশোধন ক'রে দিয়ে ও শ্রীবিধুভূষণ
শাস্ত্রী এর প্রুফ দেখে দিয়ে
আমায় চিরঋণী করে
রাখলেন তাঁদের
কাছে।

শ্রীবিমল বোস

শারদ
সপ্তমী
১৩৫২

নাটকের চরিত্র

বিজয় চক্রবর্ত্তী

অনিল চক্রবর্ত্তী

নরেশ চক্রবর্ত্তী

নীরেন ব্যানার্জ্জী

অমর, অনুপ, রামু, জগু, কৃপাময়, নরহরি, হরিসাধন,

নিলু পাগ্লা ও ঝি প্রভৃতি।

বৌদি	....	....	বিজয় বাবুর স্ত্রী
অঞ্জলি	....	....	ঐ বোন
বাসন্তী	....	....	নীরেন বাবুর মেয়ে
চঞ্চলা	....	....	নরেশ বাবুর স্ত্রী
অনুভা	....	....	নীরেন বাবুর ভাই-ঝি

বাসন্তী

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

[দৃশ্য আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো ভোর হ'য়েছে। সূর্য্য উঠেছে সিঁদুর রঙের। সূর্য্যের আলোয় দেখা গেলো, স্থানটা একটা জলার ধার। ওপারে দেখা যাচ্ছে ঘন জঙ্গল, জঙ্গলের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে নানারকমের পাখী আর বকের দল উড়ে চলে যাচ্ছে। অঞ্জলি আর তার ছোট ভাই দু'জনে কথা কইতে কইতে প্রবেশ ক'রলো মঞ্চের মধ্যে। দুজনের হাতেই দুটো পাখী মারবার বন্দুক। বয়সে দু'জনেই তরুণ দু'জনেই চিরদিন থাক্‌তো কোলকাতায়, এই প্রথম তারা এসেছে গ্রামে।]

অঞ্জলি। দেখ অনিল, কি সুন্দর এই গ্রাম। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে এতো সুন্দর হ'য়ে যে বাংলার আকাশ মানুষকে মুগ্ধ করে তা আমি সহরে বাস করে কোনদিনও বুঝতে পারিনি। কিন্তু এই গ্রামে এসে

আজকে ভোরে পল্লী-প্রকৃতির এই অপরূপ দৃশ্য দেখে আমার মনে হচ্ছে গলা ছেড়ে প্রাণ খুলে গানে গানে জানাই এই সুন্দরকে অভিনন্দন।

অনিল। সত্যি দিদি, আমরা সহরে থেকে অট্টালিকা আর যন্ত্র দানবের উৎপাতে একবারের জন্যেও ফিরে তাকাতে পারি না আমাদের এই চির-সুন্দর পল্লীর পানে। আমিও আজ মুগ্ধ হ'য়ে গেছি এখানকার এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের পানে চেয়ে। আমার মনে হচ্ছে—

অঞ্জলি। কী মনে হচ্ছে তোর ?

অনিল। মনে হচ্ছে—

গান

ভোরের আলোয় যে সুর বাজে
সে সুর তোমার প্রিয়তম
নমো নমঃ ॥

অঞ্জলি— রাঙা রবির রঙিন কিরণ উজল হ'য়ে পড়ে
আমাদের এই মাটীর গড়া বিশ্ব খেলা ঘরে
দু'জনে— সেই আলোকের পরশ পেয়ে
ধন্য হ'ল হৃদয় মম ॥

অঞ্জলি— গগন পবন সবুজ স্বপন
সবই তোমার প্রভু
অনিল— আমার অন্ধ নয়ন তোমার দেখা
পায়না কেনো কভু ?

অঞ্জলি—　ওই যে অসীম নীল সাগর গেয়ে যায় গান
তারও মাঝে তোমার প্রকাশ ওগো ভগবান

অনিল—　শুধু এই মিনতি জানাই আমি
তোমার চরণ তলে
বারেক দেখা দিয়ে তুমি
মিলাও সাগর জলে ॥

দু'জনে—　ধন্য হউক শত জনমের সাধনা মম
অন্তর হ'ক মনোরম ॥

(গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলো রামু ব্যস্ত ভাবে)

রামু। ও দিদিমণি ও দাদাবাবু তোম্‌রা এই সক্কালবেলা জলার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছো কেনো? বাড়ি চল— বৌদিমণি যে চা তৈরী ক'রে ব'সে আছে।

অনিল। ব'সে আছে তো বয়েই গেছে। তুই যা এখান থেকে।

রামু। ওমা সেকি গো, ও দিদিমণি তুমি না হয় ওকে সঙ্গে ক'রে চল, নইলে চা যে একেবারে জুড়িয়ে জল হ'য়ে যাবে!

অঞ্জলি। চল্ অনিল বাড়ীই ফিরে যাই, আজ আর শিকার করা হ'ল না।

অনিল। আজ আমরা কার মুখ দেখে উঠেছিলুম জানি না। প্রথমে শিকার ক'রতে এসে বাধা দিল প্রকৃতিদেবী, আর এখন এসেছেন রামু মহারাজ চায়ের খবর

নিয়ে—চল তাহ'লে ফিরেই যাই। বরাতে যখন আমাদের শিকার নেই, তখন মনে মনে মিথ্যে আফশোষ ক'রে কি হবে ?

রামু। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চল। সক্কালবেলা মিছি মিছি গোটা-কতক পাখী মেরে হাত খারাপ কোরনা বাপু।

অনিল। আ হা হা, কি আমার বুদ্ধির বৃহস্পতি রে! পাখী মারলে হাত খারাপ হয় একথা কে ব'ল্লে তোকে ?

রামু। (আশ্চর্য্য হ'য়ে) নাও, শোন দিদিমণি, দাদাবাবুর কথাগুলো একবার শোন। জীব হত্যে করা যে মহাপাপ একথা কে না জানে ?

অনিল। জীব হত্যা করলে পাপ হয়! কি একেবারে ধর্ম্মরাজ এলেন! জানিস একটিপে যে পাখী মারতে পারে তার কত বাহাদুরি ?

রামু। আমার আর বাহাদুরিতে দরকার নেই দাদাবাবু। তোমাদের ওই সব সহুরে বাহাদুরি সহরে গিয়ে দেখিও ; এখন চল বাড়ী চল, নইলে চা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলে বৌদিমণির কাছে আমিই গালাগাল খেয়ে মরবো।

অঞ্জলি। চল্ অনিল বাড়ী চল্। মিছি মিছি ওকে রাগিয়ে কি হবে ? রামু, তুই বাড়ী যা আমি দাদাবাবুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি।

রামু। সেই ভালো—দেখো যেনো আবার পাখী শিকার ক'রতে চ'লে যায় না।

[রামুর প্রস্থান।

অনিল। দেখো দিদি, কোলকাতা থেকে দু'দিনের জন্যে এখানে এলাম আনন্দ ক'রতে। তাতেও যদি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে রামু এসে বাধা দেয়, তাহ'লে আমি কিন্তু ওকে মজা দেখিয়ে দেবো।

অঞ্জলি। থাক আর অত বাহাদুরি দেখিয়ে কাজ নেই। তুই জানিস্ ছেলেবেলা থেকে কোলে পিঠে ক'রে তোকে ও কেমন ভাবে মানুষ ক'রেছে। ওই রামু আমাদের সংসারের সঙ্গে সুখে দুঃখে সব সময়ে সমান তাল রেখে চ'লে আসছে সেই ঠাকুরদার আমল থেকে। রামুর মত চাকর আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। আম্‌রা কতদিন পরে এসেছি এই গ্রামে—কতদিন পর রামু তোকে আর আমাকে দেখতে পেয়েছে—এর জন্যে ওর মনে যে কি আনন্দ হচ্ছে তা তুই কেমন ক'রে বুঝবি? আমাদের খাওয়া থাকার এখানে যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার চেষ্টা ক'রতে ও সব সময়ে ব্যস্ত। তুই ওকে জানিস না অনিল।

অনিল। তোমার কথাই না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু তাই বলে মনিব আর চাকরে কোন তফাৎ থাকবে না! মনিব যা করবে চাকর যদি তাতে ইণ্টারফিয়ার ক'রতে আসে তাহ'লে তুমি কি ব'লতে চাও যে মনিব তাকে মালা চন্দন দিয়ে পূজো ক'রবে? রামু চাকর হিসেবে ভালো হ'তে পারে—কিন্তু তার সম্বন্ধে তোমাদের এই যুক্তিহীন কথা আমি কোন দিনও মানতে পারবো না।

অঞ্জলি। তুই না মানলি তো বড় ব'য়েই গেলো। রামু তার নিজের কাজ ঠিক ক'রেই যাবে আর আম্‌রাও চিরকাল তাকে যেমন মেনে এসেছি, ঠিক তেমনই মান্‌বো। তা'ছাড়া ঝি-চাকর হ'লেই যে তাদের অবহেলা আর অশ্রদ্ধা ক'রতে হবে, তার কোন মানে আছে কী? এই যে আমরা সকালবেলা কিছু না খেয়ে এখানে চ'লে এসেছি—এখানে তার আসবার কি দরকার ছিলো? কিন্তু তবু সে এখানে এসেছিলো —কারণ সে চায়না যে আমরা না খেয়ে ঘুরে ঘুরে গ্রামে এসে একটা অসুখে পড়ি। আমাদের প্রতি সে দরদ দেখাবে আর তার বদলে আম্‌রা যদি তাকে তুচ্ছ বলে ধমক দিয়ে দূরে সরিয়ে দিই তাহ'লে কি উচিত কাজ করা হবে?

অনিল। থাক, চাকরনিয়ে তর্ক ক'রতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

অঞ্জলি। কারণ ?

অনিল। কারণ তারা চিরদিনই আলোচনার বাইরে।

অঞ্জলি। কেনো ?

অনিল। কারণ, চাকর সম্বন্ধে সীমাবদ্ধ নিয়ম আছে।

অঞ্জলি। সভ্যতারও একটা বাঁধা নিয়ম আছে, কিন্তু তা নিয়ে কি কোনো আলোচনা হয় না ?

অনিল। হয়—কিন্তু সভ্যতা আর চাকর এক শ্রেণীর নয়।

অঞ্জলি। কেন নয় ?

অনিল। তুমি বুঝবে না সে কথা।

অঞ্জলি। খুব বুঝবো। মানুষ হয় সভ্যতার চাকর, আর মানুষের চাকর হয় হতভাগ্যের দল। তাই তোর মত মানুষের দল কথায় কথায় চাকরের কাছে নিজের বীরত্ব প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু বীরত্ব দেখাবার আগে একথাটাও ভাবা উচিত যে, যাদের আমরা করি অবহেলা যাদের আমরা করি ঘৃণা তারাও আমাদের মত মানুষ। আমাদের মতো তাদেরও শরীর রক্ত-মাংসে গড়া। আমাদের মতো তাদেরও আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা সবই আছে। তবুও আমরা বুঝিনা, তবু আমরা তাদের হেয় ক'রতে একটুও পেছু পা হই না।

অনিল। তোমার সব তাতেই বড় বড় লেক্‌চার। এলাম পাখী শিকার করতে, আর তুমি সুরু করলে চাকর নিয়ে বক্তৃতা, তোমাকে সঙ্গে করে বের হওয়াই আমার অন্যায় হ'য়েছে।

[অনিলের বিরক্তভাবে প্রস্থান।

(নিলু পাগ্‌লার প্রবেশ)

নিলু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ চলে গেলো ত' হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ঠিক হ'য়েছে ঠিক হ'য়েছে।

অঞ্জলি। (চম্‌কে পিছনফিরে) কে—কে তুমি ?

নিলু। আমি নিলু, কিন্তু ও তো চলে গেল। আমি জানি ওকে যেতেই হবে, ওরা যে বড় নেমকহারাম।

অঞ্জলি। না না ও কেনো অমন হবে ওযে আমার ভাই !

নিলু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ও তোর ভাই—কিন্তু প্রকাশ—প্রকাশ যে আমার ছেলে—আমার নিজের ছেলে। এই এত্তটুকু বেলা থেকে আমি ওকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছিলাম। কিন্তু ও কোন কথাই আমার শুন্‌লোনা, চলে গেলো। আমার মত বাপকে ছেড়েও অম্লান বদনে চলে গেলো।

(বসে বসে কাঁদতে লাগলো)

অঞ্জলি। তোমার ছেলে বুঝি তোমার কাছ থেকে চ'লে গেছে ! তোমায় বুঝি সে খেতে দেয় না ?

নিলু। (উঠে দাঁড়িয়ে) কে খেতে দেবে—প্রকাশ? প্রকাশ খেতে দেবে আমায়? ওরে পাগ্‌লি, আমি যে তার কাছে কিছু চাইনি কোনো দিন। আমি শুধু তার রোগ-শয্যায় ব'সে দিনরাত্তির ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রেছি যে, হে ভগবান, তুমি প্রকাশকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিওনা—কিন্তু—কিন্তু—

অঞ্জলি। কিন্তু কি!

নিলু। কিন্তু কেউ শুন্‌লো না আমার কথা। প্রকাশও না ভগবানও না। তাইতো বলি ওরা বড় নেমকহারাম। ওই যে ও চলে গেলো—ঠিক অম্‌নি ক'রে আমার বুক থেকে লোকেরা জোর ক'রে প্রকাশকে কেড়ে নিয়ে গেলো—বল্লে, প্রকাশ মরে গেছে। কিন্তু আমি জানি, আমি জানি সে মরেনি, জোর ক'রে তাকে মেরে অত্যাচারী মানুষ আমার বুকের হাড়-পাঁজরাগুলো ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রকাশ—আমার প্রকাশ—প্রকাশ—

(মঞ্চ ঘুরতে লাগলো)

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মঞ্চ ঘুরে এলো একটা সাজানো ঘরে। ঘরটা প্রায় ড্রইং রুম গোছের। অঞ্জলি মঞ্চের একধার থেকে বেরিয়ে গম্ভীরভাবে অন্যদিক দিয়ে ভেতরে চ'লে গেলো। অনিল বসলো একটা চেয়ারে—তার মুখও গম্ভীর! কোলকাতা থেকে সদ্য আসা দৈনিক কাগজ নিয়ে সে প'ড়তে সুরু ক'রলো। রামু এক হাতে খাবারের প্লেট আর অন্য হাতে চা নিয়ে প্রবেশ ক'রলো]

রামু। (টেবিলের ওপর খাবার ও চা রেখে) দাদাবাবু—

অনিল। (চম্‌কে) কে ? ও—রামু ?

রামু। হ্যাঁ, দাদাবাবু তোমার চা আর জলখাবার খেয়ে নাও। আর দেরি ক'রোনা, শেষে পিত্তি প'ড়ে আবার অসুখ না হয় !

অনিল। তুই যা, আমার জন্যে আর অত দরদ দেখাতে হবে না।

রামু। ওই দেখো দাদাবাবু, তুমি সামান্য কথাতেই আমার ওপর রেগে গেলে !

অনিল। যা যা আর ওস্তাদি ক'রতে হবে না।

রামু। না দাদাবাবু, ওস্তাদি আর আমি ক'রবো না। কিন্তু তোমায় আমি ব্যাগাত্তা করি, খাবারগুলো তুমি খেয়ে ফেলো!

অনিল। আমি খাই না যাই তোর অত দেখ্‌বার কি দরকার?

রামু। বল কি তুমি! আমি যদি তোমায় না দেখি তো কে দেখবে শুনি?

অনিল। (গম্ভীর হ'যে) তুই চুপ কব বল্‌ছি। চাকর চাকরের মত থাক্‌বি। প্রত্যেক কথায় মুখের ওপর খবর্‌দার জবাব ক'ববিনে।

রামু। কিন্তু—

অনিল। আবাব মুখের ওপর কথা? বেরো বল্‌ছি, আমার চোখেব সামনে থেকে শিগ্‌গির বেরিয়ে যা, আমি তোর মুখ দেখ্‌তে চাইনে।

রামু। যাচ্ছি, তুমি কিন্তু খাবারগুলো খেয়ে নিও।

অনিল। বেরিয়ে যা—(চিৎকার ক'বে উঠ্‌লো। রামু ভয়ে ভিতরে চলে গেল) ব্যাটা চাকর হ'য়ে আমার গার্জেন হ'তে চায়! ছোটলোক হারামজাদাগুলো দিনের দিন যেনো মাথায় উঠে দাঁড়িয়েছে। ওদের চাব্‌কে ঠিক ক'রতে হয়।

(বাসন্তীর প্রবেশ)

বাসন্তী। কা'কে চাব্‌কে ঠিক ক'রবেন?

অনিল। কে আপনি ? আপনাকে আমি চিনিনা তো ?

বাসন্তী। (হো হো ক'রে হেসে) আপনি আমায় না চিন্‌লেও আমি আপনাকে চিনি।

অনিল। আশ্চর্য্য !

বাসন্তী। সত্যিই এটা আশ্চর্য্য।

অনিল। মানে ?

বাসন্তী। আপনি যে বিজয়বাবুর ছোট ভাই, এ খবর আমি জানি। অথচ মজা দেখুন, আমি একটা মেয়ে হ'য়ে যা খবর রাখি, আপনি তাও রাখেন না।

অনিল। মানে !

বাসন্তী। আমি যে বৌদির বন্ধু, এটা আপনি জানেন না।

অনিল। না জানাটা আমার অপরাধ নয়। কারণ, এর আগে কোনদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখাও হয়নি, পরিচয়ও হয়নি। আপনি যদি আমার অজ্ঞাতে আমার সব কিছু জেনে থাকেন, তাহ'লে সেটাকে আমি ব'লবো—

বাসন্তী। কি ব'ল্‌বেন ?

অনিল। ব'লবো সেটা আপনার দুর্ব্বলতা।

বাসন্তী। মোটেই তা নয় !

অনিল। তা নয়তো কি ?

বাসন্তী। আপনার বৌদি··আর আপ্‌নাদের চাকর রামু

আপ্‌নার প্রশংসায় এতো পঞ্চমুখ যে, আমার কাছে প্রত্যেক দিন আপনার গল্প না ক'রে ওরা জলগ্রহণ করে না।

অনিল। ওটা একটা বাজে কথা।

বাসন্তী। বাজে কথা মানে ?

অনিল। মানে আপনি আমার সম্বন্ধে তাদের কাছে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেন তাই ওরা বলে থাকে। নইলে ওদের আমার গল্প করবার জন্যে দায় প'ড়ে গেছে। তা'ছাড়া আপনি ছাড়া অন্য কোন লোকের কাছে ওরা আমার গল্প করে না কেনো ?

বাসন্তী। তাহ'লে আপনি ব'ল্‌তে চান যে, আমি আপনার কাছে একটা মিছে কথা ব'লছি এই তো ?

অনিল। নিশ্চয়।

বাসন্তী। (অনিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে) তাহ'লে আসুন।

অনিল। কোথায় ?

বাসন্তী। আপনার বাড়ীর ভেতর !

অনিল। কেনো ? বাড়ীর ভেতর যাবো কেনো ?

বাসন্তী। বাড়ীর ভেতর আপনার বৌদির কাছে গেলেই আমার কথাটার সত্যি মিথ্যে প্রমাণ হ'য়ে যাবে।

অনিল। কিন্তু আমি যদি আপনাকে ভেতরে যেতে না দিই তাহ'লে ?

বাসন্তী। তাহ'লে আমায় জোর ক'রে যেতে হবে।

অনিল। জবরদস্তি নাকি ?

বাসন্তী। কি করবো বলুন ? আপনি যদি আমার চলার পথে বাধা দেন তাহ'লে বাধ্য হ'য়েই আমাকে জোর ক'রে যেতে হবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় ত আমি দেখছি নে।

অনিল। আপনার মত মেয়ে সভ্য সমাজের বাইরে।

বাসন্তী। আপনিইবা কি এমন সভ্য ? আপনাদের এখানে আমি এলাম, অথচ আপনি একবারও ব'সতে আমায় ব'লেছেন কি ? (বাসন্তী ভেতরের দিকে যেতে যায়)

অনিল। (তাকে বাধা দিয়ে) ভেতরে আপনি যাবেন না।

বাসন্তী। (হাতটা সরিয়ে দিয়ে) এখনও আপনার ছেলেমানুষি যায় নি।

[বাসন্তীর প্রস্থান।

অনিল। একি মেয়েরে বাবা ! একেবারে মিলিটারি দেখছি। গায়ে প'ড়ে এসে আলাপ ক'রলো, গায়ে প'ড়ে ঝগড়া ক'রলো—আমার হাত জোর ক'রে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে চ'লে গেলো ! উঃ কি সর্ব্বনাশ !

(বিজয়বাবুর প্রবেশ)

বিজয়। কি হ'লরে অনিল ? সর্বনাশ কিসের ?

অনিল। কে -দাদা ! ওরে বাবা এই পল্লীগ্রামে যে একেবারে

মিলিটারি মার্কা মেয়ে থাকে, তা আগে কি ক'রে জান্‌বো !

বিজয়। কার কথা বলছিস তুই ?

অনিল। কি জানি কে একটা মেয়ে এসে হঠাৎ আমায় বল্লে, আমি আপনাকে চিনি ! আমি ত অবাক—আমি বরাবর কোলকাতায় থাকি—তা'ছাড়া ওই মেয়েটাকে জীবনে কখনো দেখিনি, আর বেমালুম ও এখানে এসে বল্লে, আমি আপনাকে চিনি !

বিজয়। কেমন দেখতে ব'লতো মেয়েটাকে ?

অনিল। দেখতে শুন্‌তে মন্দ নয়—ভালোই ব'লতে হবে। কিন্তু একেবারে মিলিটারি মেজাজ। ষ্টাইলের ঠেলায় অন্ধকার।

বিজয়। (হেসে) ও, আমাদের বাসন্তী বুঝি ?

অনিল। কে জানে বাসন্তী কি না—কিন্তু ওর যা ব্যবহার তাতে নাম হওয়া উচিত ছিল 'কালবৈশাখী'।

বিজয়। কেনো ?

অনিল। কেনো আবার ! জানিনা শুনিনা এমনকি চিনিনা পর্য্যন্ত। অথচ বেমালুম ঘরের মধ্যে ঢুকে যেচে আলাপ করে, ঝগড়া ক'রে আমার হাতটা জোর ক'রে সরিয়ে বৌদির কাছে যাবার সময় আমায় বলে গেলো কিনা, আপনি ছেলে মানুষ ! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার বলতো ?

বিজয়। (গম্ভীর হ'য়ে) তা' বটে। হ্যাঁ, সে কোথায় গেলো বল্লি ?

অনিল। বৌদির কাছে।

বিজয়। আচ্ছা তুই বস্, আমি একটু পরে আসছি।

[বিজয়বাবুর প্রস্থান।

অনিল। (পায়চারি করতে করতে) একটু গায়ে পড়া হ'লেও মেয়েটা কিন্তু মন্দ নয়। ছিপ্‌ছিপে একহারা চেহারা, গায়ের রংটাও ফর্সা, তার ওপর হাসিটাও বেশ সুন্দর। এক কথায় আর্টিষ্টিক ব'লতে হবে। (একটু ভেবে) না ওর সঙ্গে ঝগড়া করা আমার উচিত হয়নি। কি জানি, যদি আর কখনো কথা না কয়; যদি আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় তাহ'লে (একটু চুপ্ ক'রে) না আজই ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেল্‌তে হবে। কিন্তু ও যদি আমায় বিদ্রুপ করে—না থাক। (চেয়ারে ব'সে প'ড়ে কিছুক্ষণ ভেবে ঘরের মধ্যে যে আরসিটা ছিল তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে) না আমার চেহারাটাও ওর তুলনায় মন্দ নয়, তা'ছাড়া আমিও কলেজে পড়ি, আমার বাবা আমার জন্যে টাকাও কিছু কম রেখে যাননি—না যাই একবার ভেতরে গিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখি—

(অনিল ভেতরে চ'লে গিয়ে—আবার ফিরে এলো)

বাড়ীর লোকগুলো এমন যে সবকাজেই বাধা দেবে। একটা মেয়ে যেই বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে, অমনি সকলে মিলে তার সঙ্গে কথা ব'লতে ব্যস্ত। আমি যেন একেবারে বাণের জলে ভেসে এসেছি। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে, তাদের যেনো গায়ে জ্বর আসে। আমি জু' আর বাগ ভাল্লুক নই যে কারুর সঙ্গে আলাপ হ'লেই তাকে গিলে খেয়ে ফেল্‌বো!

(বৌদি ও বাসন্তীর প্রবেশ)

বৌদি। ঠাকুরপো এই দেখ' কাকে নিয়ে এসেছি।

বাসন্তী। তুমি পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়ে গেছে। কি বলুন অনিলদা?

অনিল। হুঁ আলাপ হ'য়েছে—কিন্তু সেটা আব্‌ছা এবং অস্পষ্ট।

বৌদি। তা'হলে এসো সেটাকে স্পষ্ট ক'রে দিই। বাসন্তী হ'চ্ছে কোলকাতার নামজাদা ব্যারিষ্টার মিঃ নীরেন ব্যানার্জ্জির একমাত্র মেয়ে। আমাদের গ্রামে এই মাস খানেক হ'ল বেড়াতে এসেছে—আমার সঙ্গে এর বেশ বন্ধুত্ব হ'য়েছে।

অনিল। তাতো দেখতেই পাচ্ছি। তুমি যাই বল বৌদি, তোমার এই বন্ধুটি কিন্তু বড় রাগি।

বৌদি। কিন্তু এর গান যদি একবার শোন, তাহ'লে তোমার সব রাগ একেবারে জল হ'য়ে যাবে।

অনিল। তাই নাকি। (বাসন্তীরদিকে চেয়ে) দেখুন, আপ্‌নি যদি কিছু মনে না করেন, তাহ'লে একটা গান—

বাসন্তী। বৌদি—অনিলদাকে আমায় 'আপ্‌নি' ব'লতে বারণ ক'রে দাও।

অনিল। বেশ বেশ আপনির বদলে না হয় তুমিই বলবো। নাও তাহ'লে এবার একটা গান শোনাও।

বৌদি। নাও বাসন্তী, ঠাকুরপো যখন ধ'রেছে— তখন গান শুনবে তবে তোমায় ছাড়বে। অতএব—

(বাসন্তীর গান)

এসো মম যৌবন কুঞ্জে
ফাল্গুন সমীরণে
গোলাপের মত রাঙাতে
আমার মন-ভুবনে॥

এসো মোর আঁখির তারায়
এসো মোর সুরের ধারায়
ফুলে ফুলে রাঙায়ে তোল
আমার মধু-স্বপনে॥

কালো মেঘ ঢেকে দেয় যদি
জোছ'নার আলোক রাশি
জেগে রব তব সাথে আমি
আর রবে তোমার হাসি ॥

বল তুমি মোর কাছে এসে
জ্যুজ'নায় চ'লে যাবো ভেসে
রঙে রঙে রঙীন হ'য়ে
মধুর করি জীবনে ॥

অনিল ও বৌদি। চমৎকার, চমৎকার তুমি গান গাও বাসন্তী।

বাসন্তী। (সলজ্জে) চমৎকার না ছাই।

অনিল। এই যদি ছাই হয়, তাহ'লে আর একদিন ভালো ক'রে গান শুনিয়ে আমাদের আরও একটু আনন্দ দিও।

বাসন্তী। আপনাদের আনন্দ দেবার মত কোন সম্পদ আমার নেই। আচ্ছা, আজ আমি বাড়ী যাই বেলা হ'য়ে গেলো।

(বাসন্তীর প্রস্থান)

বৌদি। (হেসে) ঠাকুরপো কেমন লাগ্‌লো ?

অনিল। কাকে ?

বৌদি। কাকে আবার বাসন্তীকে।

অনিল। ভালোই লাগ্‌লো।

বৌদি। পছন্দ হ'য়েছে ত ?

অনিল। মানে ?

বৌদি। জগতের এতো জিনিসের মানে বোঝ, আর এই সামান্য কথাটার মানে বুঝতে তোমার এতো কষ্ট হয় !

অনিল। দেখো বৌদি হেঁয়ালি কোরোনা, যা ব'লবে সোজাসুজি বল, অত এঁকিয়ে বেঁকিয়ে ব'লনা।

বৌদি। এর চেয়ে আর সোজা ক'রে কি ভাবে বলা যায় তাতো আমি জানি না। আমি ভেবেছিলুম তুমি লোকটা বেশ সরল—

অনিল। সরলই তো।

বৌদি। ছাই সরল। একটা মেয়েকে পছন্দ হ'য়েছে কি না এই কথাটা ব'লতে যে সব পুরুষ ছল খোঁজে, তাদের মত প্যাঁচোয়া পৃথিবীতে আর ছুটি নেই।

অনিল। দেখ বৌদি, যা-তা বোলনা ব'লছি, দাদাকে ব'লে দেবো।

বৌদি। বড় ব'য়েই গেলো।

অনিল। তোমাদের কি মতলব বলতো ? সকাল থেকে তোমরা সকলে আমার পেছনে লেগেছ'। শিকার ক'রতে গিয়ে দিদি ঝগড়া ক'রে চ'লে এলো, ওই বাসন্তী প্রথমে এসেই আমার সঙ্গে ঝগ্ড়া ক'রলো, আবার এখন এসেছো তুমি ?

বৌদি। ও, আবার ঝগ্‌ড়াও এর মধ্যে হ'য়ে গেছে!

(বিজয়বাবুর প্রবেশ)

বিজয়। কার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া হ'ল আবার।

বৌদি। তোমার ভায়ের সঙ্গে বাসন্তী নাকি ঝ্‌গড়া ক'রে গেছে।

বিজয়। কিন্তু এই একটু আগে শুন্‌লাম বাসন্তী যেন এই ঘরে গান গাইছিল'।

বৌদি। হ্যাঁ, ঝগড়ার পর ঠাকুরপোর সঙ্গে আমি তার আলাপ করিয়ে দিলাম কিনা, তাই ঠাকুরপোর অনুরোধে বাসন্তী একটা গান গাইছিল'।

বিজয়। ও, তাহ'লে মিট্‌মাট হ'য়ে গেছে।

বৌদি। তাহ'য়েছে।

অনিল। দেখো বৌদি মিছি মিছি আমায় নিয়ে তুমি যা-তা কথা দাদার কাছে ব'ল না।

[বেগে অনিলের প্রস্থান।

বৌদি। দেখ, আমার মনে হচ্ছে, ঠাকুরপোর বাসন্তীকে বেশ পছন্দ হ'য়েছে। তুমি বল, তাহ'লে ঘটকালিটা পাকা ক'রেই আরম্ভ করি।

বিজয়। তুমি যা ভালো বোঝ কর। কারণ, এসব ব্যাপারে মেয়েরা যতটা বুঝদার হয়, ততটা আমরা হইনা সুতরাং—

বৌদি ! সুতরাং তুমি ঠাকুরপোর বিয়ের ভারটা আমার হাতেই দিলেতো ?

বিজয়। কাজে কাজেই।

বৌদি। তাহ'লে ভেতরে চল, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। তুমি যদি আমার মতে মত দাও, তাহ'লে দেখ্‌বে, আমি ওই বাসন্তীর সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে নিশ্চৈ দেবো।

[মঞ্চ ঘুরতে লাগলো।

তৃতীয় দৃশ্য

[মঞ্চ ঘুরে এসে দাঁড়াল ব্যারিষ্টার মিঃ নীরেন ব্যানার্জির ঘরে। আধুনিক কায়দায় সাজানো শোবার ঘর। সময় সন্ধ্যা। ঘরের মধ্যে নীরেনবাবু বসে বসে কতকগুলো কাগজপত্র দেখ্‌ছেন, এমন সময় প্রবেশ করলো বাসন্তী]

নীরেন। কোথায় গিয়েছিলে বাসন্তী ?

বাসন্তী। বিজয়বাবুর বাড়ী। আজ গিয়ে দেখি কোলকাতা থেকে ওঁর বোন আর ছোট ভাই এসেছে—তাদের সঙ্গে কথা ব'লতে ব'লতে দেরী হ'য়ে গেলো।

নীরেন। আচ্ছা, ওরা লোক কেমন বল্‌তো ?

বাসন্তী। খুব চমৎকার। বিজয়বাবুর বোন, মানে আমার বৌদি এতো ভালো মানুষ যে, তোমায় আর কি ব'ল্‌বো।

নীরেন। আর বিজয়বাবু ?

বাসন্তী। বিজয়বাবুও ভালো লোক, তবে একটু গম্ভীর, (একটু ভেবে) এই অনেকটা তোমার মত, কিন্তু ওঁর ছোট ভাই আর বোন, দুজনেই খুব ভালো, খুব স্তোসিয়াল কিনা। অঞ্জলিদির ব্যবহার এত সুন্দর! যেমন ওঁকে দেখতে সুন্দর, তেম্‌নি সুন্দর কথাবার্তা।

নীরেন। কিন্তু আমার মতে, ওদের সঙ্গে তোমার বেশী মেলা মেশা করা উচিত নয়। এই একটু আগে এই গ্রামের এক ভদ্রলোক বলে গেলেন, ওরা নাকি বিশেষ সুবিধার লোক নয়। তাছাড়া গ্রামটা ত' আর সহর নয় যে, যখন তখন একলা যেখানে খুসি বেড়িয়ে বেড়ালে কেউ কিছু ব'লবে না! যে ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনিও ব'লে গেলেন, আমার সঙ্গে ছাড়া তোমার এখানে রাস্তায় বার হওয়া উচিত নয়।

বাসন্তী। বারে, গ্রামে এলাম বেড়াতে, আব তুমি ব'লছ পথে যেতে পাবো না! তুমি থাকো দিনরাত্তির তোমার কাজ নিয়ে, কিন্তু আমি কি করবো বলতো? এখানে এসে যদি গ্রামের সঙ্গে আমার কোন পরিচয়ই না হয়, তাহ'লে আসার কি দরকার ছিলো? কোথাকার কে একটা লোক এসে তোমার মাথায় একটা যা-তা কথা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

নীরেন। তুই ওকে জানিস না, তাই অমন কথা বলছিস। যিনি আজকে আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি এই গ্রামেরই একজন বেশ গণ্যমান্য লোক। তাছাড়া, শুন্‌লাম ঐ বিজয়বাবুর সঙ্গে ভদ্রলোকের নাকি কেমন আত্মিয়তা আছে। কথাবার্তায় আচার ব্যবহারে তিনি একেবারে অতি ভদ্র, তাই আমি তাঁর কথা শুনে অবিশ্বাস ক'রতে

পারলাম না। এই গ্রামে ঐ ভদ্রলোকের একটা ছোট খাট গোছের জমিদারীও আছে, পাঁচজনে ওঁকে রীতিমত সম্মান করে। এমন লোক যে চট্ ক'রে একটা যা-তা কথা বাড়ী ব'য়ে এসে ব'লে যাবেন, তা আমার মনে হয় না।

বাসন্তী। কিন্তু বাবা, এই পনেরো দিন ধ'রে আমি বিজয় বাবুদের বাড়ীতে যাওয়া আসা ক'রে ওদের সঙ্গে মিশে কোনরকম খারাপ ব্যবহার বা নিন্দে করবার মত কোন কথা ওদের মুখ থেকে আমি শুনিনি। আমার মনে হয় বিজয়বাবুরা সত্যিই ভদ্রলোক, তুমি শুধু শুধু মন খারাপ ক'রছো।

নীরেন। কিন্তু কি জানিস্ মা, চট্ ক'রে কাউকে বড় একটা চেনা যায় না। তাছাড়া এই গ্রামের লোক-চরিত্র বোঝা আমাদের মত সহরবাসীদের কাজ নয়। বিজয়বাবু মন্দ কি ওই ভদ্রলোক মন্দ, তা আমি জানি না, তবে এটুকু ব'লতে পারি যে—আমাদের ওদের দু'জনকেই এড়িয়ে চলা উচিত।

[প্রস্থান।

বাসন্তী। এ-তো বড় মজার ব্যাপার দেখছি! গ্রামে এলাম বেড়াতে, মনটাকে একটু খুসি রাখতে, তা নয়

এখানেও দেখ্‌ছি সেই সহরের মত জিলিপির প্যাঁচ মানুষের মাথায় গজ্‌ গজ্‌ ক'রছে। পৃথিবীর কোন জায়গায় কি সাদা-মনের মানুষ নেই? যেখানে যাই সেখানেই দেখি, মানুষের মন শুধু প্যাঁচের অগ্নি বৃষ্টি ক'রছে। এ ছাড়া কি মানুষের আর কোন কাজ নেই? এই আকাশ বাতাস চন্দ্র নদী তারা সূর্য্য তৃণ তরু পাখী, এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের খনি কি মানুষের মনকে একটুও সুন্দর ক'রতে পারে না—মানুষ কি তাদের দিকে একবারও ফিরে তাকাবার অবসর পায় না, শুধু কি কুৎসিৎ মনোবৃত্তি নিয়ে তারা যুগে যুগে চ'লবে এই পৃথিবীতে! এক গীতিকার দেখতে পারে না আর একজনকে, এক গায়ক পছন্দ করে না অপর গায়ককে, এক শিল্পী চায়না অপর শিল্পীর গুণকে স্বীকার করতে, এক রাজা মঙ্গল চায় না অন্য রাজার, এক জমীদার দেখতে পারে না অন্য জমীদারকে—এ যেনো জগৎ জুড়ে একটা ঘৃণা, একটা প্রতিবাদের সমুদ্র তার বিরাট ঢেউয়ে-ঢেউয়ে মানুষের মনের বেদীকে চায় ভাসিয়ে নিয়ে কোন অতল তলায় চিরদিনের জন্যে ডুবিয়ে নিঃশেষ ক'রে দিতে। মানুষের মঙ্গল ক'রতে হবে মানুষকেই, এই কথাটা যেনো মানুষের দলই গেছে ভুলে।

[বাসন্তী হতাশভাবে খাটের ওপর বসে, একখানা বই নিয়ে কিছুক্ষণ পাতা উল্টে রেখে দিল। জানালার কাছে গিয়ে আপন মনে সে একটি গান সুরু ক'রলো]

গান

আমি ত' চাহিনি দুঃখ দৈন্য
বেদনা ও অপমান
আমি ত' চাহিনি লজ্জা ঘৃণা
অসুখের অভিযান ॥

আমি ত' চাহিনি আঁখিভরা জল
চাহিনি এখানে অভাগার দল
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক'রে যাক শুধু
আপন জীবন দান ॥

আমি ত' চাহিনি প্রেমের কুসুম
বিরহেতে ঝ'রে যাক্
শান্তি মরিয়া পৃথিবীতে শুধু
অশান্তি বেঁচে থাক ॥

আমি চাহিয়াছি জোছনার মত
জাগুক শান্তি হেথা অবিরত
তাই বুঝি তুমি জীবনে আমার
গাহিলে দুঃখের গান ॥

বাসন্তী। কে একটা লোক এসে বাবার মত ব্যারিষ্টারের কাছে বিজয়বাবুর নিন্দে ক'রে গেলো, বাবাও অম্‌নি সে সে কথা বিশ্বাস ক'রে ফেল্লে।

(জগুর প্রবেশ)

জগু। দিদিমণি ও দিদিমণি—বাবু ডাক্‌ছেন তোমাকে।

বাসন্তী। আমি যাচ্ছি তুই যা—

জগু। হ্যাঁ—বাবু ব'ল্‌ছিলেন তোমার বিয়ে হবে- খুব ধুম ধাম হবে।

বাসন্তী। (আশ্চর্য্য হ'য়ে) আমার বিয়ে হবে!

জগু। হ্যাঁ—বাবু তো সেই কথাই ব'ল্‌ছিলো।

বাসন্তী। বাবা কাকে ব'লছিলো জগু?

জগু। এই খানের কে এক জমীদার এসেছিলো; তার সঙ্গে বাবু তোমার বিয়ের কথা ব'লছিলো। আমি যেতে বাবু আমায় ডেকে বল্লে—

বাসন্তী। কী বল্লে তোকে?

জগু। বাবু বল্লে, জগু এবার তোর দিদিমণির বিয়ে হবে। তোকে আমি খুব ভালো কাপড় জামা দোবো।

(নীরেনবাবুর প্রবেশ)

নীরেন। জগু—অ—জগু—ও, এই যে তুমি এখানে র'য়েছো! বাসন্তীকে ডেকে দিতে বল্লুম যে!

জগু। আমি তো ডাকছিলুম—দিদিমণি।

নীরেন। হুঁ তুমি যাও এখান থেকে।

[জগুর প্রস্থান।

বাসন্তী। আমায় কিছু ব'লবে বাবা ?

নীরেন। (খাটের ওপর বাসন্তীকে পাশে বসিয়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে খুব ধীরভাবে বল্লেন) বাসন্তী, তোমার যখন মা মারা যান তখন তুমি এক্তটুকু—মোটে তিন বছর বয়স। ভালো ক'রে তুমি কথা ব'লতে পারো না। তখন থেকে আজ তেরো বছর ধ'রে তোমাকে আমি নিজের হাতে ক'রে—

বাসন্তী। আমি জানি বাবা, তোমার কাছে থেকে, তোমার ভালোবাসা পেয়ে একটা দিনের জন্যেও মায়ের অভাব বুঝতে পারিনি। তুমি আমার মা বাবা সবকিছু।

নীরেন। তা জানি মা—তা জানি। তুমি আমার বড় ভালো মেয়ে—বড় লক্ষ্মী মেয়ে। তাইতো মাঝে মাঝে ভাবি; তোমার যখন বিয়ে হ'য়ে যাবে, তুমি যখন আমার কাছে আমার পাশে থাক্‌বে না, আমার কাছে এম্‌নি ক'রে ব'সে আমার সঙ্গে কথা ব'লবে না, আমার কাছে যখন তখন আব্দার্‌ ক'রবে না, তখন আমি কেমন ক'রে বাস ক'রবো সেই বিরামশূন্যতার মধ্যে! যেদিকে চাইবো সেইদিকেই দেখবো আমার কেউ

নেই। আছে শুধু জীবনের আসা যাওয়ার, দেওয়া নেওয়ার ক'টা টুক্‌রো স্মৃতি—দু'চারটে ফুল—আর ছিন্ন মালা।

বাসন্তী। তোমায় কে ব'লেছে যে আমি বিয়ে ক'রবো?

নীরেন। তা ব'ল্লে কি হয় মা, তুমি যে এই বাংলা দেশের মেয়ে হ'য়ে জন্মেছ'—তোমার বিয়ে আমায় দিতেই হবে, নইলে পাঁচজনের নিন্দের জ্বালায় আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌বো যে!

বাসন্তী। পাঁচজনের কথা আলাদা। পাঁচজনে তো আমাকে তোমার মত ভালোবাসবে না বাবা, তারা শুধু নিন্দে ক'রতেই জানে। তোমার কাছে থেকে, তোমার সেবা ক'রে আমি যে সারা-জীবন কাটিয়ে দিতে চাই। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

নীরেন। কিন্তু, আমি যে আজকে এখানকার জমীদারকে কথা দিয়েছি।

বাসন্তী। কথা দিয়ে থাক' ফিরিয়ে নেবে।

নীরেন। সে কি হয় মা! তাছাড়া এমন সুন্দর একটা পাত্র যে, আমি বরাবর তোমার জন্যে চেয়ে এসেছি।

বাসন্তী। ভালো মন্দ পাপ পুণ্য মান অপমান ও সব বড় বড় কথা তোমরা বুঝবে, আমি ও সবের কিছু বুঝি না।

নীরেন। তাহ'লে তুমি ব'লতে চাও আমার কথার কোন দামই নেই ?

বাসন্তী। জানি না—আমি জানি না—কিচ্ছু জানি না, আমায় না জিজ্ঞেস্ ক'রে তুমি কেনো তাকে কথা দিলে ?

[বাসন্তীর ছুটে প্রস্থান।

নীরেন। পাগল মেয়ে, ছেলেবেলা থেকে আব্দার পেয়ে মেয়ে একেবারে আদরিণী হ'য়ে গেছে। আজ এত বড় হ'য়েও সেই ছোট্ট বেলার স্বভাব পারে নি ছাড়তে। মা মরা মেয়ে—বাবার কাছে তিলে তিলে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পেয়েছে নিজের আকাঙ্খিত জিনিস, তাই আজও সে ভুলতে পারলো না যে, সে একদিন ছোট্ট ছিলো—আজ বড় হ'য়েছে।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। বাবু, নরেশ বাবু আপনাকে ডাকছে।

নীরেন। (চম্‌কে) কে ! ও নরেশ বাবু—হ্যাঁ। তাঁকে এইখানে নিয়ে এসো।

ভৃত্য। বাবু, বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন।

নীরেন। হ্যাঁ হ্যাঁ তাকে তুমি নিয়ে এসো।

(নরেশবাবুর প্রবেশ ও ভৃত্যের প্রস্থান)

নরেশ। (নীরেন বাবুকে ভাবতে দেখে) একি ! আপনার হ'ল কি ? বড় চিন্তিত ব'লে মনে হ'চ্ছে ?

নীরেন। হ্যাঁ নরেশ বাবু, সত্যিই বড় ভাবনার মধ্যে প'ড়ে গেছি।

নরেশ। এইতো আপনাকে একটু আগে বেশ প্রফুল্ল দেখে গেলাম, এর মধ্যে এমন কি হ'ল—

নীরেন। নরেশ বাবু, পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত কখনো কেউ তার নিজের মতকে অপরের ওপর জোর ক'রে খাটিয়ে দিতে পারিনি। আমার অবস্থাও আজ সেই রকম।

নরেশ। কি, হ'ল কি আপনার?

নীরেন। আমার মেয়ে—আমার একমাত্র মেয়ে, যার বিয়ের কথা আজ এক ঘণ্টা আগে আপনার সঙ্গে বলেছিলাম, আজ সেই মেয়েই আমার মতটাকে মত ব'লে মান্‌তে রাজি নয়।

নরেশ। কারণ?

নীরেন। আজকে সে বড় হ'য়েছে, ভাব্‌তে শিখেছে নিজের ভবিষ্যতের কথা, নিজের সুখ-দুঃখের কথা। তাই আজ আমার মুখে বিয়ের কথা শুনে স্পষ্ট সে ব'লে দিলে যে, সে বিয়ে ক'রবে না।

নরেশ। বিয়ে ক'রবে না! তার কারণ?

নীরেন। যে কারণ সে আমাকে দেখিয়েছে—সে কথা শুন্‌লে আপনি হয়তো হেসে ফেলবেন—কিন্তু—

নরেশ। কিন্তু কি?

নীরেন। কিন্তু আমি জানি যে, কি কঠোর সত্যি আর শক্ত কথা সে আমায় বলেছে। তাইতো আজ আমি তার কথায় এতো বড় একটা চিন্তার মধ্যে প'ড়ে গেছি।

নীরেন। দেখুন নীরেন বাবু, আমরা গ্রামের লোক, ভূমিকা ক'রে কথা বল্লে বড় একটা বুঝতে পারি না!

নীরেন। তাহ'লে আসুন সোজা ক'রেই আপনাকে সমস্ত ঘটনাটা বুঝিয়ে দি। (দুজনে গিয়ে সামনের ছুটো চেয়ারে বসলে) দেখুন নরেশ বাবু, আমি আপনার কথামত যেই বাসন্তীকে তার বিয়ের কথা বল্লুম, ব্যস—অমনি মেয়ে একেবারে রেগে অগ্নিশর্মা।

নরেশ। কি বল্লে সে?

নীরেন। সে ব'ল্লে, বাবা আমি ছোট্ট বেলা থেকে তোমার কাছে কাছে সব সময়েই থেকেছি। তুমি আমায় আদর ক'রেছ' যত্ন ক'রেছ' যখনই যা চেয়েছি তখনই তুমি আমায় তা দিয়েছ', কোনো দিন কোন অভাব তুমি রাখোনি। আজ আমি বড় হ'য়ে তোমায় ছেড়ে পরের বাড়ী কিছুতেই যেতে পারবো না। তুমি যদি কাউকে কথা দিয়ে থাক, তাহ'লে সে কথা ফিরিয়ে নাও—আমি বিয়ে কিছুতেই করবো না।

নরেশ। (একটু রেগে) দেখুন নীরেন বাবু, আপনি একজন

কোলকাতার নামকরা ব্যারিষ্টার। আপনাকে বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতাও আমার নেই। কিন্তু তবু আপনি আপনার মেয়ের সামান্য এই কথাটায় একেবারে চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লেন? আশ্চর্য্য!

নীরেন। সত্যিই আশ্চর্য্য নরেশ বাবু, সত্যিই এ বড় আশ্চর্য্যের ব্যাপার। পিতা পুত্রীর সম্বন্ধ সে বড় গভীর। এ যে বিধির নিয়ম, মানুষের হাত এতেনেই।

নরেশ। তাই বলে, ভগবানের নাম নিয়ে চুপ ক'রে বসে থাক্‌লেও তো চ'লবে না, মেয়ের বিয়ে তো একদিন না একদিন আপনাকে দিতেই হবে?

নীরেন। তা হবে, তবে কি জানেন—বাসন্তীর বিয়ের কথা আমি আর নিজে কোনো দিন তার কাছে বলবো না। সে যদি কোনো দিন ইচ্ছে ক'রে বিয়ে করে, তাহ'লেই বিয়ে হবে, নইলে আমি আর বলবো না—আমি আর বল্‌বো না।

(নীরেন বাবুর প্রস্থান। নরেশ বাবু বার হতে যাবেন
এমন সময় বাসন্তীর প্রবেশ)

বাসন্তী। দেখ বাবা, আমি অনেক ভেবে দেখ্‌লাম, তোমায় ছেড়ে—

(নরেশ বাবুকে দেখে চম্‌কে দাঁড়ালো)

নরেশ। (হেসে) তুমিই বুঝি নীরেন বাবুর মেয়ে?

বাসন্তী। হ্যাঁ, কিন্তু বাবা কোথায় ?

নরেশ। তোমার বাবা এইমাত্র পাশের ঘরে না কোথায় গেলেন। তা হ্যাঁ মা লক্ষ্মী, তুমি আমার ঘরে গিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে তো ?

বাসন্তী। (আশ্চর্য্যহ'য়ে) আপনার ঘরে গিয়ে আমি থাক্‌বো কি জন্যে ? আমার বাবার বাড়ী কি নেই নাকি ? (একটু ভেবে) ও, বুঝেছি, আপনি বিয়ের কথা বল্‌তে বাবার কাছে এসেছেন না ?

নরেশ। হ্যাঁ মা, আমার ছেলের সঙ্গে তোমার—

বাসন্তী। তবে বাবার কথাটা আমার মুখ থেকেই শুনে যান।

নরেশ। কি বল মা ?

বাসন্তী। বিয়ে আমি করবো না। আর যদি কোন দিন আমার বিয়ে হয়, তাহ'লে এটা ঠিক জান্‌বেন যে, আপনার ছেলের সঙ্গে হবে না।

নরেশ। (একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে) তুমি দেখ্‌ছি বড় চ'টে গেছো, তা থাক—আজকে ও সব কথা থাক—তোমার রাগ একটু পড়ুক, তারপর যা হয় একটা কিছু ভেবে চিন্তে করা যাবে।

বাসন্তী। আমি চাই না যে, আমাদের সংসারের এই সব ব্যাপার নিয়ে আপ্‌নি মাথা ঘামান। বাবা বুড়ো হ'য়েছেন, সব সময়েই তিনি ব্যস্ত থাকেন নানা

কাজে, তাঁকে এর ওপর আর বিরক্ত করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। তাছাড়া এই মাত্র বিজয়বাবু এসে-ছিলেন আমাদের এখানে। তাঁর মুখে আপনাদের সমস্ত কথাই আমি শুনেছি।

নরেশ। কি শুনেছ তুমি? কি ব'লে গেছে ওই হতভাগা বিজয়টা?

বাসন্তী। দেখুন, আপনি আমার বাবার মত—আপনাকে বেশী কোন কথা বল্‌বার আমার প্রবৃত্তি নেই। তবে বিজয়বাবুর মুখে আপনার যে সব গুণের কথা শুনেছি, তারপর আপনার সঙ্গে কথা বল্‌তেও ইচ্ছে হয় না। তাছাড়া যে সমস্ত জমীদাররা অত্যাচারী হয়, দরিদ্র প্রজাদের বুকের রক্ত চুষে যারা বড়লোক হয়, যারা গৃহবাসীকে তুচ্ছ কারণের জন্য করে গৃহ হারা, যারা অন্নহীনের মুখ থেকে জোর ক'রে লাঠি মেরে নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যে প্রতি মুহূর্তে অন্ন কেড়ে নেয়, তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে আমার বাবা চাইলেও, আমি কোনোদিন চাইবো না। এরপর আপনি আমাদের বাড়ী আসেন, তাও আমি চাই না। জগু—জগু—অ—জগু—

(জগুর প্রবেশ)

জগু। আমায় ডাকছিলেন দিদিমণি?

বাসন্তী। হ্যাঁ, তুই ভদ্রলোককে চা আর জলখাবার দে, আমি বাবার কাছে যাচ্ছি, বুঝ্‌লি ?

নরেশ। থাক্ জগু থাক্, আমার জন্যে আর ব্যস্ত হ'তে হবে না। (বাসন্তীর দিকে চেয়ে) তাহ'লে আজ আমি চলি মা—আরো একদিন সময় বুঝে আস্‌বো—আজ আমি চলি—

প্রস্থান।

(মঞ্চ ঘুরতে লাগলো)

চতুর্থ দৃশ্য

[মঞ্চ ঘুরে এসে দাঁড়ালো অঞ্জলী-দের বাড়ীতে। সময় গোধূলী। রোগ-শয্যায় অঞ্জলির বৌদি শুয়ে আছেন। পশ্চিমদিকের জান্‌লা খোলা। জান্‌লা দিয়ে অস্তগামী সূর্য্যের লাল আলো ঘরের মধ্যে প'ড়ে ঘরটাকে অদ্ভুত ক'রে তুলেছে। বৌদির পাশে ব'সে পাখা হাতে ক'রে বাতাস ক'রছে অঞ্জলি। খাটের পাশে র'য়েছে একটা টিপয়, তার ওপর ওষুধের শিশি ও ফল র'য়েছে সাজানো। রামু বাসন্তীকে সঙ্গে ক'রে প্রবেশ ক'রলো।

রামু। এই দেখো বৌদিমণি, আমি কাকে আজকে ধ'রে এনেছি।

বৌদি। কে—বাসন্তী বুঝি; ঠাকুরঝি ওকে ব'সতে জায়গা দাও।

(রামু চেয়ার টেনে ব'সতে দিলো)

বাসন্তী। (বৌদির মাথার কাছে গিয়ে) তোমার অসুখ হয়েছে, তা আমি জানতাম না বৌদি।

বৌদি। তা আমি জানি বোন। তাই আমি ঠাকুরঝিকে ব'লছিলাম যে, বাসন্তী নিশ্চৈ কোন কাজে আট্‌কে প'ড়েছে—আমার অসুখের কথা ও জানে না—জান্‌লে নিশ্চৈ আস্‌তো।

বাসন্তী। সত্যি বৌদি আমার বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে। তুমি কিছু মনে ক'রো না, এবার থেকে আমি রোজ দু'বেলা আসবো—তোমার কাছে থাক্‌বো।

অঞ্জলি। (উঠে দাঁড়িয়ে) বাসন্তী তুমি একটু এদিকে এস তো ভাই। বৌদি আমি এক্ষু'নি আস্‌ছি।

(অঞ্জলি ও বাসন্তী মঞ্চের একধারে গেলো)

অঞ্জলি। কি ব্যাপার তোমার—এতদিন আসো নি কেন?

বাসন্তী। কি ক'রবো ভাই, বাবার হুকুম। তোমাদের কে দূরসম্পর্কে কাকা নরেশ চক্রবর্তী বাবার কাছে তোমাদের সম্বন্ধে কি সব ব'লেছে, বাবা ভয়ানক রেগে গিয়ে আমায় এখানে আস্‌তে বারণ ক'রে দিয়েছেন। ওদিকে বিজয়দার মুখে নরেশবাবুর সব কথা শুনে আমি খুব অপমান ক'রে দিলাম তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে। সেই থেকে আমাদের বাড়ীর আবহাওয়াটাই কেমন যেন বদলে গেছে। বাবা দিন রাত্তির গম্ভীর মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়ান; আমিও চুপ্‌ ক'রে বাড়ীতে ব'সে থাকি। আজ্‌কে রামুর

মুখে বৌদির অসুখের খবর পেয়ে আর থাক্‌তে পার্‌লাম না দিদি—তাইতো দৌড়ে এখানে চ'লে এলাম। কিন্তু কি ক'রে বৌদির এতো শরীর খারাপ হ'ল বলতো?

অঞ্জলি। বৌ সেদিন পুকুর ঘাট থেকে ফিরে এসেই বল্লে, ঠাকুরঝি আমার শরীরটা কেমন ক'রছে। তারপরই সন্ধ্যা বেলায় একেবারে ১০২ জ্বর। ছেলেবেলাথেকে বৌদি অনিলকে হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছে তার ইচ্ছে যে, তোমার সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে হয়।

বৌদি। ঠাকুরঝি আমার কথা—

অঞ্জলি। (বৌদির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে) তোমার কথাই ব'লছিলাম্ এতক্ষণ বাসন্তীকে।

বৌদি। বাসন্তী—সত্যি বোন, আমার বড় ভালো লাগে তোমাকে, তুমি যদি একবার মত দাও তা'লে আমি—

বাসন্তী। থাক্ বৌদি, তোমাকে আর অত ব্যস্ত হ'তে হবে না। আমি তোমার কাছে কথা দিচ্ছি যে, যদি কোন দিন আমার বিয়ে হয়, তা'লে তোমার বাঞ্ছিত পাত্রের সঙ্গেই হবে।

(বিজয় বাবুর প্রবেশ)

বিজয়। আরে বাসন্তী যে! তুমি এসেছো বোন? আজ

দশদিন ধ'রে তোমার বৌদি অসুখে শুয়ে শুয়ে কেবল দিনরাত্তির বলছে, বাসন্তী এলো না—বাসন্তী এলো না। আমায় বলেছে, ওগো, আমি বেঁচে থাকৃতে থাকৃতে ঠাকুরপোর সঙ্গে বাসন্তীর বিয়ে দিও। আমি যত ব'লেছি, আচ্ছা তাই হবে, তত তোমার বৌদি উতলা হ'য়ে আমায় ব'লেছে, না না তুমি বাসন্তীকে ডেকে আনো আমার কাছে, আমি নিজে সব বলবো। কইগো বাসন্তীকে (স্ত্রীর পানে চেয়ে) কি ব'লবে ব'লছিলে বল না। এইতো সে এসে গেছে।

বৌদি। আমি সব ওকে ব'লেছি। আমার কথায় বাসন্তী মত দিয়েছে, তুমি শুধু একবার ওর বাবার কাছ থেকে মত নিয়ে এলেই সব ঠিক হয়ে যায়।

বিজয়। বাসন্তী মত দিয়েছে তো? বাস্ বাস্—তাহ'লে আর ভাব্‌নার কিছু রইল না, নীরেন বাবুর কাছ থেকে মত আমি ঠিক নিয়ে নেবো; কালই আমি যাবো। জানো বাসন্তী, কালই আমি তোমার বাবার কাছে যাবো।

(অনিল ও ডাক্তারের প্রবেশ)

অনিল। ডাক্তারবাবু এসেছেন।

বিজয়। আসুন ডাক্তার বাবু আসুন।

ডাক্তার। (নমস্কার ক'রে একটা চেয়ারে ব'সে) আশা করি আজ একটু ভালো আছেন ?

অঞ্জলি। অন্য দিনের তুলনায় আজকে অনেক ভালো আছেন, সকলের সঙ্গে কথা ব'লছেন। ক'দিন মুখে একটুও হাসি দেখা যায়নি, সব সময় যন্ত্রণায় ছটফট ক'রেছে ; কিন্তু আজকে যন্ত্রণা যেম্‌নি একটু কমেছে, অম্‌নি হাসতে সুরু ক'রেছে।

ডাক্তার। (পরীক্ষাশেষ ক'রে) হ্যাঁ এইবার শিগ্‌গির ভালো হ'য়ে যাবে। আচ্ছা আমি উঠ্‌লাম্।

[অনিল ও ডাক্তারের প্রস্থান।

[চঞ্চলা দেবীর প্রবেশ ও সঙ্গে সঙ্গে বিজয়বাবুর প্রস্থান। অঞ্জলি ও বাসন্তীকে দেখে]

চঞ্চলা। এই যে তোমরা সকলেই এখানে র'য়েছ'।

অঞ্জলি। (একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে) এইখানে ব'সুন কাকিমা।

চঞ্চলা। (বসতে ব'সতে) তা ব'সবো বৈকি, তা ব'সবো বৈকি। বৌমার অসুখ শুনে দেখতে এলুম। হাজার হোক আপনার লোক তো, যতই ঝগ্‌ড়া থাকুক না কেনো, আমি না এসে কিছুতেই থাক্‌তে পারি না। তা— হ্যাঁ বৌমা, এখন আছ কেমন ?

বৌমা। এখন ভালো আছি।

চঞ্চলা। ভালো থাক্‌লেই ভালো—ভালো থাক্‌লেই ভালো,

আমাদের পাঁচজনের ভাব্‌নাটা তবু কাটে। কিন্তু বৌমা, আমাদের বিজয়টা তো বড় খারাপ ব্যাভার সুরু ক'রেছে। কথায় বলে কাকা হ'ল গিয়ে বাপের সমান; আর তার সঙ্গে কি না বিজয় শত্রুতা ক'রছে! বটঠাকুর মারা যাবার পর বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে যা কিছু গোলমাল হ'য়েছিল, সে কথাটা আজকে মনে রাখ্‌লে তো আর চ'ল্‌বে না!

অঞ্জলি। কি হ'য়েছে কাকিমা, দাদা ক'রেছে কি?

চঞ্চলা। কি না ক'রেছে বাছা? এই যে আমার ছেলে অনুপ—মানে তোর দাদার সঙ্গে তোর কাকা একটা মেয়ের বিয়ের সব ঠিক ঠাক্‌ ক'রে ফেলেছিলো। ঘরটা ভালো-মেয়েটাও শুনেছি ভালো। ব্যস্‌, আর যাবে কোথায়, অম্‌নি বিজয়টার মনে হিংসে ঢুকে গেলো! দৌড়ে গিয়ে একেবারে সেই মেয়ের বাপের কাছে ওঁর সম্বন্ধে যা-তা কথা লাগিয়ে এসেছে! বলি এটা কি খুব ভালো কাজ হ'চ্ছে বৌমা? তুমি বাপু একটু বারণ ক'রে দিও।

অঞ্জলি। কাকিমা—বৌদিকে ওসব কথা ব'লে কি হবে—দাদাকে ব'ল্লেই তো পারেন?

চঞ্চলা। দাদাকে ব'ল্লেই তো পারেন! তুই থাম্‌ বাপু, তোকে আর ফোড়ন কাটতে হবে না। এই ক'রে আমার

মাথার চুল পেকে গেলো, আমায় বোঝাতে এসেছিস্ তুই ? বিজয়কে বৌমাই এই সব পরামর্শ দিয়েছে, তবে সে মেয়ের বাপের কাছে গিয়ে আমাদের তেনার নিন্দে ক'রেছে। নইলে আমাদের বিজয় এমন ধরণের ছেলে কোনকালেই ছিলো না। ওই বৌমা ওর কানে দিনরাত্তির মন্‌ত'র দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটা একেবারে চিবিয়ে খেয়েছে। আমি সব বুঝি লো সব বুঝি— আমায় আর তুই বোঝাস্ নি।

অঞ্জলি। কাকিমা তুমি কি ? দেখ্‌ছো বৌদির অসুখ !

চঞ্চলা। দেখেছি লো দেখেছি, না দেখে কি আর আমি কথা ব'লছি ? বৌমা বল্লে যে ভালো আছে। তাইতো আমি কথার পৃষ্ঠে দুটো কথা ব'ল্লুম।

বৌদি। (ব্যস্ত হ'য়ে উঠে ব'সে হাঁফাতে হাঁফাতে) খুড়িমা তুমি আমায় বিশ্বাস করো, আমি কোনো দিন তোমাদের নামে ওঁর কাছে কিছু বলিনি। অঞ্জলিকে তুমি বিশ্বাস করো— আমি—আমি—

বাসন্তী। (দৌড়ে গিয়ে বৌদিকে ধ'রে) বৌদি, তুমি চুপ করো। ওঁর কথায় তুমি কান দিও না ; উনি তোমায় মন্দ ব'ল্লেই তো তুমি মন্দ হয়ে যাচ্ছোনা। তুমি নিজেকে নির্দ্দোষ জেনে চুপ্‌ ক'রে শুয়ে পড়।

চঞ্চলা। এঁ্যা হেঁ হেঁ হেঁ—তুমি আবার কে বাছা ? তোমায় তো

কখনো এ গাঁয়ে দেখিনি! আমাদের কথায় তুমি মাঝে প'ড়ে কথা ব'লতে এসেছো কি জন্যে শুনি? তোমার কথাবার্তা শুনে বড় ভালো মনে হ'চ্ছে না তো?

অঞ্জলি। কিন্তু কাকিমা, যে মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ের ঠিক হ'য়েছিলো—এই সেই মেয়ে। একটু আগে যাদের ঘরের সুখ্যাতি তোমার মুখে ধ'রছিলো না, যার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেছে ব'লে তুমি ঝগ্‌ড়া ক'রতে এসেছিলে বৌদির সঙ্গে কোমর বেঁধে এ সেই মেয়ে। এর মধ্যেই এই মেয়ে তোমার কাছে একেবারে খারাপ হ'য়ে গেলো?

চঞ্চলা। খারাপ হবে কেন্‌লা শুনি? খারাপ হবে কেনো? মেয়ে ভালো। ওই বৌমা আর তোর দাদা এই দু'জনে প'ড়ে আমাদের সংসারে যত অনাছিষ্টি বাধাচ্ছে! আগে যখন বট্‌ঠাকুর বেঁচে ছিলেন, যখন বিজয়ের বিয়ে হয়নি তখন কি আমাদের সংসারে এতো ঝগড়া ঝাঁটি ছিলো—না গোলমাল ছিলো! আমাদের সংসারে যেদিন থেকে ওই বৌ এসেছে সেই দিন থেকে সংসারটা তচ্‌নচ্‌ হ'য়ে গেলো। ও আসবার পর বাবা মর্‌লো মা মর্‌লো দাদা মর্‌লো, এখন ও আমাদের খাবে তারপর তোদের খাবে তবে ওর মনে শান্তি হবে বুঝেছিস্‌?

বাসন্তী। আপনি এখান থেকে এখন যান—আপনি কি ?

চঞ্চলা। তুমি থাম' বাছা। সত্যি কথা ব'লবো, তাতে আবার কাউকে ভয় ক'রে কথা ব'লতে হবে নাকি ? তোমার কথা শুনতে ভালো না লাগে তুমি যেতে পারো। শোন বৌমা (বৌমার দিকে এগিয়ে) আজ থেকে তুমি যদি আমাদের নামে বিজয়ের কাছে কোন কথা ব'ল, তাহ'লে তুমি তোমার ওই গরবের ভাতারের মাথা খাবে।

বৌদি। খুড়িমা—খুড়িমা—

(উত্তেজনায় বৌদি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেলেন)

অঞ্জলি। রামু ও রামু—দাদা ও দাদা কে কোথায় আছো এদিকে এসো বৌদি অজ্ঞান হ'য়ে গেছে। দাদা ও দাদা—অনিল—

(বাসন্তী দৌড়ে গিয়ে বৌদির মাথাটা নিজের কোলের ওপর তুলে ব'সলো। অঞ্জলির চীৎকারে রামু বিজয়বাবু অনিল ঝি সকলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রলো দেখে চঞ্চলা দেবী সুবিধে বুঝে ধীরে ধীরে মঞ্চের ভেতরে চ'লে গেলেন)

বিজয়। কি হয়েছে অঞ্জলি কি হ'য়েছে ?

বাসন্তী। আপনাদের কে খুড়িমা এসে বৌদিকে কি সব যা-তা

কথা ব'ল্লেন তাই শুনে উনি উত্তেজনায় অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন।

বিজয়। অনিল—অনিল—

অনিল। দাদা?

বিজয়। ডাক্তার ডেকে আনো শিগ্‌গির।

[অনিলের প্রস্থান।

রামু জল নিয়ে আয়।

[রামুর প্রস্থান।

একি হ'ল? এতো আমি চাইনি—আমি তো এমন কিছু অন্যায় করিনি যে।

বিরাম

পঞ্চম দৃশ্য

[দুপুর বেলা। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের কয়েকজন প্রাচীন মাতব্বর থেলো হুঁকো হাতে ক'রে একটা জরুরী মিটিংএ ব'সেছেন। এদের সকলের পাণ্ডা নরেশ চক্রবর্তীও ব'সে আছেন তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি-মুখ নিয়ে। তার চারপাশে ব'সে আছে নরহরি, হরিসাধন, কৃপাময়—নরেশ তাদের ঘটনা শোনাচ্ছে]

কৃপাময়। তারপর নরেশ বাবাজি— তারপর ?

নরেশ। তারপর আবার কি—তারপর যা হয় ধ'রে নাও না।

নরহরি। বুঝেছি বাবা বুঝেছি, তারপর বুঝি ওই বেরিস্টারের ধিঙ্গি মেয়েটা অনিল ছোড়াটাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে—

হরিসাধন। তুই থাম্ নরহরি তুই থাম্—

নরহরি। কেনো থাম্বো কেনো—আমি যা ব'লছি ঠিক ব'লছি।

হরিসাধন। ঠিক ব'ল্লেই হ'ল ? বেরিস্টারের মেয়েটা অনিলকে ডাক্বে কেনো শুনি ?

কৃপাময়। তবে—তবে কি হরিদা ?

হরিসাধন। আমি নিজের চোক্ষে দেখেছি বাবা—এ আর অন্য কারুর চোখ নয়—একেবারে হরিসাধন চক্রবর্ত্তীর চোখ। আমার চোখকে ফাঁকি দেবে একালের ওই ফচ্‌কে ছোঁড়া আর ছুঁড়ি ?

নরহরি। আঃ ওসব বাজে কথা ছেড়ে আসল কথাটা কি তাই ব'ল না।

হরিসাধন। সেদিন সক্কালবেলা গিন্নি বল্লে, ওগো চারদিন মাছ খাইনি, আজ যদি একটা মাছ যোগাড় কর' তো ভালো হয়। তাই আমি ছিপ্‌টা হাতে কোরে নিয়ে নরেশ বাবাজিদের ঝিলটায় গিয়ে সবেমাত্তর ব'সেছি এমন সময়—

কৃপাময়। এমন সময় কি ?

হরিসাধন। এমন সময় দেখি অনিলের সঙ্গে সেই ছুঁড়িটা হাস্‌তে হাস্‌তে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে গলা ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে গান গাইছে। আমায় দেখ্‌তে পেয়েই বাছা-ধন্‌রা একেবারে চুপ্‌।

নরহরি। তা তুমি কি ব'ল্লে ?

হরিসাধন। আমি জিজ্ঞেস্ ক'র্‌লুম, বলি বাবাজি কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে ? ছোঁড়া মুখ বেঁকিয়ে নিয়ে ব'ল্লে, মর্‌নিং ওয়াক্। ওরে বাবা—ঢের ঢের লেখাপড়া

জানা কোলকাতার ছেলে দেখেছি বাপু—এমন কক্ষনো দেখিনি। একেবারে আমার মুখের ওপর দিয়ে বেমালুম মিথ্যে কথাটা ব'লে গেলো !

নরহরি। আমি হ'লে একেবারে মজা দেখিয়ে দিতুম !

হরিসাধন। কি মজা দেখাতিস্ তুই ?

হরিসাধন। কান ধ'রে তিন থাপ্পড় ক'ষে দিতুম।

হরিসাধন। ইঃ, কি আমার লাট এসেছে রে, কানে ধ'রে থাপ্পড় ক'ষে দিতুম ! আমি একটা বুড়ো মানুষ হ'য়ে একটা যুবো ছোক্‌রার সঙ্গে কখনো পারি ? শেষকালটা মার খেয়ে মরি আর কি। তারপর জমীদার লোক, পাইক দিয়ে আমায় ধরি'রে নিয়ে আট্‌কে রাখুক আর কি। তুই থাম্ নরহরি, ওই বুদ্ধি নিয়ে আমার সঙ্গে আর কথা ব'ল্‌তে আসিস্ নি।

নরেশ। (হুঁকোয় গোটাকতক টান দিয়ে খুক খুক ক'রে কাস্‌তে কাস্‌তে) তারপর আগে শুনুন আমার কথাটা।

হরিসাধন } (দু'জনে শান্ত হ'য়ে ব'সে) হ্যাঁ তাই বল নরেশ
নরহরি } বাবাজি—তারপর কি হ'ল সেই কথাই ভালো ক'রে বল আম্‌রা শুনি।

নরেশ। তারপর আমি ভাবলুম নীরেন বাবু আর যাই হোক্ একটা নামি লোক তো বটে—একটা ব্যারিষ্টার বটে তো। লোকে কথায় বলে কোলকাতার ব্যারিষ্টার।

কৃপাময়। হ্যাঁ হ্যাঁ তাতো বটেই তাতো বটেই।

নরেশ। তাই মনে ক'রে, গেলুম একবার তার কাছে নিজের ছেলের সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়ের একটা ঠিকঠাক্ ক'র্তে। আমার কথা শুনে উনি রাজিও হ'লেন, তারপর—

সকলে। তারপর— তারপর কি ?

নরেশ। তারপর ওই আমার জ্ঞাতি শত্তুর বিজয়টা আমার নামে গিয়ে ওই ছুঁড়িটার কানে কি সব মন্তর দিয়ে এসেছে। আমি যেই গেছি অম্‌নি ছুঁড়ি কিনা আমায় অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে ?

হরিসাধন। বল' কি বাবাজি, ওই মেয়েটা তোমায় অপমান ক'রল ?

নরহরি। ক'র্‌বে নাতো 'ক— ওরা হ'ল গিয়ে কোলকেতার মেয়ে বুঝলে ? তুমি কিচ্ছু বোঝ না খালি—

নরেশ। আমিও তেম্‌নি ক'রেছি।

সকলে। কি ক'রলে তুমি ?

নরেশ। দিলুম গিন্নিকে পাঠিয়ে বিজয়বাবুর বাড়ীতে। সে গিয়ে একেবারে ছ্যার ছ্যার ক'রে মুখের ওপর হাজার গণ্ডা কথা শুনিয়ে দিয়ে এসেছে। তবে একটা বিপদ হ'য়েছে বুঝ্‌লে ?

সকলে। বিপদ ? বিপদ আবার কি ? তোমার বিপদ হ'লে

আম্‌রা প্রাণ দিয়ে তোমার উপকার ক'রতে কসুর ক'রবো না।

নরেশ। ওই মেয়েটা—

নরহরি। কোন্ মেয়েটা ?

নরেশ। আ হা হা ওই ব্যারিষ্টারের মেয়েটা গো।

নরহরি। ওঃ তাই বল বেরিষ্টারের মেয়ে ! হ্যাঁ তারপর—

নরেশ। তারপর ওই মেয়েটা আমার গিন্নিকে বড্ড ভয় দেখিয়ে দিয়েছে। বলেছে যে, বাপ্‌কে ব'লে সে আমাদের নামে—কি ব'লে, ওই হাইকোর্টে কেশ ক'রে দেবে।

হরিসাধন। ওঃ, কেশ অম্‌নি ক'রলেই হ'ল ? কেশ করা অত সোজা নয়—বাবাজি অত সোজা নয়। ব'লে কেশ ক'রে ক'রে বুড়ো হ'য়ে ম'রতে চল্লুম, আজ কিনা একটা মেয়ের চোখ রাঙানি শুনে ভয় পাবো। ও সব কিচ্ছু ভেবো না বাবাজি ও সব কিচ্ছু ভেবো না, তুমি চুপ্‌চাপ ব'সে থাক'। দেখি কে তোমায় কি করে ?

নরেশ। কিন্তু ধরুন, যদি সত্যি সত্যিই একটা কেশ ফাইল্ ক'রে দেয় তাহ'লে কি হবে ? বলা যায় না তো, ব্যারিষ্টাররা ইচ্ছে ক'রলে সব ক'রতে পারে।

হরিসাধন। পারলেই অম্‌নি হ'ল ? কেশ ক'রবে তার সাক্ষী কই ? সাক্ষী নেই কিচ্ছু নেই অম্‌নি খামাখাই কেশ

ক'রলেই হ'ল? অত সোজা নয় বুঝলে ভায়া অত সোজা নয়।

(বিজ্ঞের মত টেনে টেনে হাসতে লাগলো)

নরেশ। আপনি জানেন না হরিসাধন বাবু—ও বড় সাংঘাতিক লোক। চিরটা কাল ওই নীরেন বাবু ব্যারিষ্টারি ক'রে ক'রে একেবারে ঝুনো নারকেল হ'য়ে গেছে। ইচ্ছে ক'রলে ও টাকা দিয়ে সাক্ষী যোগাড় ক'রে মিথ্যে মিথ্যে একটা মামলা সাজিয়ে, বেমালুম আমাদের ফাঁসিয়ে দিতে পারে। মেয়ের জন্যে ও সব ক'রতে পারে। কিন্তু—

(এমন সময় ভেতর থেকে পুরুষ কণ্ঠের গান ভেসে এলো। নরেশের মুখের কথা রইলো মুখে—সকলে অবাক হয়ে গান শুনতে লাগলো)

গান

ঝরা লতা
　ঝরা পাতা
　　ঝরা ফুল জানে,
ঝরা মনে
　দুঃখ রাশি
　　কে যে ব'য়ে আনে॥

উদাস পাখী
উতল হাওয়া
নদীর জলে
ব্যাথার গাওয়া
জানে বেদন
কোথা হ'তে
লাগে ঝরা প্রাণে ॥

স্মৃতির শিখা
সবার কথা
জানে মনে মনে,
হারিয়ে যাওয়া
দিনের মাঝে
বসি নিরজনে ॥

অস্ত রবি
অস্ত তারা
জানে কারা
বাঁধন হারা
অশ্রু জলে
ক'রে বিফল
কারা অভিযানে ॥

নরহরি। (গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে) ওহে ও—ও—ওহে—ও–ও অনিল শোন বাবা শোন এদিকে এসে একবার শুনে যাও ভায়া মনে করো—

অনিল। (উচ্চ কণ্ঠে ভেতর থেকে) আমায় ডাকছেন নাকি?

নরহরি। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমাকেই ডাকছি।

(অনিলের প্রবেশ)

অনিল। আমায় ডাকছেন আপনারা?

নরেশ। হ্যাঁ বাবা, বোস বোস। (নরেশ খানিকটা জায়গা কাঁধের উড়ানি দিয়ে পরিষ্কার ক'রে দিল। অনিল ব'সলো তার এক পাশে) তা তুমিই বুঝি গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিলে?

কৃপাময়। কিন্তু দাদা ঠাকুর বেশ গায়, গলাটা ভালোই।

অনিল। হ্যাঁ আমিই গান গাইছিলাম।

নরেশ। তা বাবা, তোমার চেহারা এতো খারাপ হ'য়ে গেলো কেনো? চুলগুলো রুক্ষ, ময়লা কাপড় জামা, চোখ দুটো ব'সে গেছে—আহা—হা—তোমার বুঝি অসুখ ক'রেছিলো?

অনিল। না কাকাবাবু, বৌদির ক'দিন ধ'রে খুব অসুখ, রাত জাগতে হয়, তাছাড়া নানান রকম ভাবনা।

নরেশ। তা তো বটেই, তা তো বটেই। তা এখন কোথায় যাচ্ছো বাবা? ব্যারিষ্টারের ওখানে বুঝি?

হরিসাধন। আহাহা তুমি বুঝতে পারছো না বাবাজি, তুমি বুঝতে পারছো না। ওর এখন মন খারাপ, তাই এখানে সেখানে গান গেয়ে মনের দুঃখে—(অনিলের দিকে চেয়ে একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে) কি বল বাবা এ্যাঁ ?

অনিল। দেখুন আমার এখন এসব কথা শুনতে ভালো লাগছে না, আপনাদের যদি কিছু দরকারী কাজ থাকে তাহ'লে বলুন। আর যদি কোন কাজ না থাকে তাহ'লে আমি চ'লি।

(অনিল উঠে দাঁড়ালো)

নরহরি। আ হা— হা উঠছ' কেনো বাবাজি বোস বোস। বলি এখন তো আর শুনতে ভালো লাগছে না ব'ল্লে চ'লবে না! তুমি হ'লে আমাদের আপনার জন, তোমার সঙ্গে ওই বাসন্তী না কে একটা কোলকাতার ধিঙ্গী মেয়ে যা ব্যাভার সুরু ক'রেছে তাতে আমরা এই পল্লীর পাঁচজনে আর চুপ ক'রে থাকতে পাচ্ছি না বাবা ?

অনিল। দেখুন একমাত্র কাকা ছাড়া এখানে আপনাদের আমি কাউকেই চিনি না। আমি—

হরিসাধন। তুমি না চিনলে বড় ব'য়েই গেলো—দুনিয়াশুদ্ধু লোক আমাদের চেনে। আমাদের এই গাঁয়ের বুকের ওপর ব'সে তোমরা বেলেল্লাগিরি ক'রবে আর

আমরা জুজুর মত মুখ বুজে সহ্য ক'রবো, ওটি হবে না।

অনিল। কি ব'লতে চান্ আপনারা ?

হরিসাধন। আম্‌রা ব'লতে চাই যে, তুমি ওই বেরিষ্টারের অসভ্য চরিত্রহীন মেয়ে—

অনিল। (রেগে) চুপ্ করুন, চুপ্ করুন—ঢের হ'য়েছে, আর আপনাকে ব'লতে হবে না। আমি সব বুঝেছি।

হরিসাধন। কি বুঝেছ' শুনি ?

অনিল। চিরকাল মানুষে যা ভাবে আমিও সেই কথা বুঝেছি। বুঝেছি আপনারা হ'লেন এই পল্লীর সেই সব মাতব্বরের দল, যাদের চেয়ে নীচ হীন আর কেউ হ'তে পারে না। আপনারা সেই সব মানুষ, যারা ধর্মের নামে পল্লীর বুকে ধ্বংসের শেঁকো বিষ প্রতি মুহূর্তে ছড়িয়ে দিয়ে, তাকে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর।

নরেশ। কি—এতো বড় স্পর্ধার কথা, আমরা সমাজকে ধ্বংস ক'রছি ? 'যার শিল তার নোড়া, তারি ভাঙি দাঁতের গোড়া !'

নরহরি। দেখো বাবা—ভালো ক'রে মান রেখে কথা বল, নইলে জমীদারের ছেলে ব'লে তোমার খাতির আম্‌রা কেউ করবো না—তা ব'লে দিচ্ছি।

(বাসন্তীর ছুটে মঞ্চে প্রবেশ)

অনিল। আরে অনিলদা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি ক'রছো? বাবা যে তোমায় ডাকছেন।

হরিসাধন। (উঠে গিয়ে অনিলের হাত ধ'রে) অনিল যাবে না, তুমি যেখানে খুসি যেতে পারো বাছা।

বাসন্তী। (আশ্চর্য্য হ'য়ে) এরা কারা অনিলদা?

অনিল। এরা হ'ল গ্রামের সব বড় বড় মাথা।

বাসন্তী। ও, ওই সব মাথাওয়ালা লোক তাদের মাথা আর তেলক টিকি নিয়েই ব্যস্ত, তুমি এসো।

হরিসাধন। কি—এতো বড়—

বাসন্তী। চুপ করুন—ঢের হ'য়েছে। আপনারা খুব সভ্য—খুব ভালো - আপনাদের সঙ্গে কথা কে ব'লছে যে, রাগ দেখাচ্ছেন! ব'সে ব'সে যেমন পরচর্চ্চা ক'রছেন তেম্‌নি করুন। শিং ভেঙে দয়া ক'রে আর বাছুরের দলে আস্‌বেন না, লোকে দেখলে হাসবে যে। অনিলদা, এসো এসো এখানে আর দাঁড়ায় না।

(হাসতে হাসতে অনিলের সঙ্গে বাসন্তী চ'লে গেলো)

নরেশ। এঁ্যা চলে গেলো!

কৃপাময়। তাইতো দেখছি, সত্যি সত্যিই চ'লে গেলো।

হরিসাধন। শুন্‌লে, তোম্‌রা সব শুন্‌লে, এর শোধ যদি আমি

না নিতে পারি তবে আমার নাম হরি ভট্‌চাজই নয়, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা !

নরহরি। চলতো, চলতো, একবার আমরা সকলে মিলে ওই বেরিস্‌টারের বাড়ীতে গিয়ে এর একটা হেস্ত নেস্ত ক'রে আসি। আমাদের অপমান ক'রে চ'লে যাবে তা হ'চ্ছে না তা হ'চ্ছে না।

(মঞ্চ ঘুরতে লাগলো)

ষষ্ঠ দৃশ্য

[মঞ্চ ঘুরে এসে দাঁড়ালো বিজয় বাবুদের বাইরের ঘরে। ঘরটা বেশ গোছান। একটা ঘন নীল আলো জ্বলছে ঘরের মধ্যে। একটা কৌচে একধারে মাথায় হাতদিয়ে অঞ্জলি চুপ ক'রে ব'সে আছে। এই সময়ে বাসন্তী অনিলের সঙ্গে প্রবেশ ক'রলো। চারিদিক নীরব ওরাও যতদূর সম্ভব চুপি চুপি কথা কইতে লাগলে]

অনিল। (একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়লো) তুমি যাও, আমি পারবো না।

বাসন্তী। আচ্ছালোক তুমি! কাপুরুষের মত চুপ্ ক'রে ব'সে প'ড়লে কেনো?

অনিল। কি ক'র্‌বো তবে? দাদার কাছে গিয়ে ব'লবো যে, আমি বাসন্তীকে বিয়ে ক'রতে চাই!

বাসন্তী। হ্যাঁ তাই ব'লবে, তাতে হয়েচে কি? অন্য কথা বলবার বেলা বেশ গড় গড় ক'রে মুখস্থ বলার মত ব'ল্‌তে পারো; এটা পারবে না কেন শুনি?

অনিল। তুমি জানো না বাসন্তী, আমি দাদাকে কিরকম ভয় করি, তা'ছাড়া যা ভালো হয় এসব ব্যাপারে তিনি ক'রবেন। গায়ে প'ড়ে বেহায়ার মত আমি ওসব কথা ব'ল্‌তে পারবো না। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি যাও।

বাসন্তী। বড় ভীতু তুমি না যাও না যাবে। আমি কিন্তু বৌদিকে গিয়ে তোমার সব কথা ব'লবো।

অনিল। দেখো বাসন্তী ও সব ক'রোনা। দিদি শুন্‌তে পেলে আমায় একেবারে ছিঁড়ে খাবে, তার ওপর আমি তোমায় আমার মনের কথা ব'লেছি শুনলে—

বাসন্তী। শুন্‌লে কি হবে ? মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে কি ? এতোই যদি ভয় তাহ'লে আমায় বিয়ে না ক'রলেই পারো।

(এমন সময় নিঃশব্দে ওদের অগোচরে অঞ্জলি ওদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো)

অনিল। বেশ বেশ তাই হবে—আমার দরকার নেই তোমায় বিয়ে ক'রে। শুধু শুধু কতকগুলো ঝঞ্ঝাট—চারদিকে অশান্তি, তার চেয়ে বিয়ে না করাই ভালো হ্যাঁ—

অঞ্জলি। না না না মোটেই না, বিয়ে না ক'রলে তোমাদের দু'জনকে কেউ ছাড়বে না, সে বিষয়ে তোমরা নিঃসন্দেহ থাক্‌তে পারো।

(দু'জনেই চম্‌কে উঠলো)

অনিল। দিদি দেখছো, তোমাদের বাসন্তী কি সুরু ক'রেছে আমাদের সঙ্গে !

অঞ্জলি। সুরু ক'রেছে ঠিকই বাসন্তী, তোমার সব কথা শুনেছি।

বাসন্তী। তুমি ভারী ইয়ে অঞ্জলি'দি, চুরি ক'রে সকলের কথা শোন কেনো ?

অঞ্জলি। কথা শুনে তো বিশেষ কিছু খারাপ করিনি। তোমাদের আলাপ শুনে মনে হল যে, ব্যাপারটা তোমাদের দু'জনের কেউ-ই দাদা আর বৌদির কাছে ব'লতে পারবে না। সুতরাং সেই ভারটা আমার ওপর রইলো। তোমরা দাঁড়াও আমি এক্ষুনি আস্‌ছি।

[অঞ্জলির প্রস্থান।

অনিল। বল্লুম আমি তোমার সঙ্গে বাড়ী যাব না—তবু তুমি জোর ক'রে আমায় ধ'রে আন্‌লে ব'লেই তো এই ব্যাপারটা হ'ল ?

বাসন্তী। হ'ল তো বড় ব'য়েই গেলো।

অনিল। তাতো যাবেই। তোমার আর কি ? তুমি হ'লে পরের মেয়ে, বড়লোকের একমাত্র আদরের মেয়ে আমাদের ঘরের বৌ হবে, তোমায় তো আর কেউ কিছু ব'লবে না, যত কথা সহ্য ক'রতে হবে আমাকে।

বাসন্তী। প্রথম দিন দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ঝগড়া ক'রেছিলে, তেম্‌নি এখন মজা বোঝো। এম্‌নি ক'রে বিয়ে হ'লে দুচারটে কথা সকলে ব'লেই থাকে।

অনিল। তাই ব'লে দাদা দিদি এরা সব ব'ল্‌বে?

(রামুর প্রবেশ)

রামু। ব'লবে বাবু ব'লবে, বিয়ে হ'লে দুচারটে এদিক ওদিক কথা সকলে ব'লবে দাদাবাবু, তারজন্যে রাগ ক'রলে কি চলে?

অনিল। আবার তুই এসেছিস্‌?

রামু। আমি আস্‌বো না! (আশ্চর্য্য হ'য়ে) আমি না এলে কে আসবে দাদাবাবু? তুমি যে আমার সব চেয়ে আপনার লোক। পেরথম আমার ওপর তুমি কি রকম রেগে গিয়েছিলে, এখন আমায় বক্‌সিস দাও।

অনিল। দূর হতভাগা তোকে বক্‌সিস্‌ দেবো কি জন্যে?

রামু। (অবাক হ'য়ে) ও, দূর ছাই করো আর ঝেঁটা লাথিই মারো, আমি আজকে বক্‌সিস্‌ নেবো তবে যাবো। ওই বাসন্তীকে জিজ্ঞেস কর' না, ওনার বাবার কাছ থেকে কে পেরথম বিয়ের মত আদায় ক'রে আন্‌লে? আমি দাদাবাবু—আমি। (হেঁ হেঁ ক'রে হাসতে লাগলো)।

বাসন্তী। (হেসে) হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইতো বাবার কাছে গিয়ে ঝগড়া ক'রে জোর ক'রে বাবার মত করালে।

অনিল। ওরে হতভাগা ব্যাটা, তোমার পেটে পেটে এতো জিলিপির প্যাঁচ।

রামু। এতে আবার প্যাঁচের কি দেখলে ?

অনিল। আচ্ছা বাবা, আমি তোমার কাছে হার মানছি, এখন রেহাই দাও।

রামু। আচ্ছা বাবু আমি যাচ্ছি। (যেতে যেতে) কিন্তু মনে রেখো দাদাবাবু আমার বক্‌সিস্‌টা – আমার–

[রামুর প্রস্থান।

অনিল। (ভেতর থেকে জুতোর শব্দ শুনে) ও বাব্বা একেবারে স্বয়ং দাদা আসছে আমি পালাই বাসন্তী)

[অনিলের প্রস্থান। বিজয়বাবু ও অঞ্জলির প্রবেশ।
বাসন্তীকে হাসতে দেখে।

বিজয়। আরে, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একলা একলা হাসছো কেনো ? সে হতভাগাটা গেলো কোথায় ?

অঞ্জলি। অনিল হয়তো লজ্জায় পালিয়েছে। বাসন্তী, তাহ'লে আমরা তোমাদের সব—

[বাসন্তীর দৌড়ে প্রস্থান।

বিজয়। বাসন্তী চলে যাচ্ছো কেনো ? দেখলি তো অঞ্জলি, ওরা পালিয়ে গেলো।

অঞ্জলি। তা যাক্‌গে। দাদা বরং একবার নীরেন বাবুর কাছে গিয়ে সব ঠিক ক'রে এসো। অনিলের কথা শুনে তোমার নাচা উচিত নয়।

(রামুর প্রবেশ)

বিজয়। কি খবর রামু ?

রামু। বাইরে, গেরামের লোকজন সব এসেছে, তারা আপনাকে ডেকে দিতে ব'ল্লে।

বিজয়। অঞ্জলি তুই একটু বাড়ীর ভেতর যাতো। রামু, যাঁরা এসেছেন তাঁদের পাঠিয়ে দে এইখানে।

(রামু ও অঞ্জলির প্রস্থান। গ্রামবাসীর প্রবেশ)

বিজয়। আরে, কি সৌভাগ্য আমার, আপনারা এসেছেন আমার বাড়ী ! বসুন বসুন।

কৃপাময়। তা বসবো বইকি—বসবো বইকি ; কিন্তু বাবাজি আজ আম্‌রা বিচারের জন্যে তোমার কাছে এসেছি।

বিজয়। কি ব'লছেন আপনারা ! আপনারা হ'লেন সকলেই আমাদের এই গ্রামের এক একজন প্রবীন লোক, যা বিচার করবার সব আপনারাই ক'রবেন, আমার কাছে আস্‌বার কোন দরকার আছে ব'লে আমার মনে হয় না তো ?

হরিসাধন। দেখলে হে নরহরি, বলি শুন্‌লে তো, আমাদের বাবাজীর কেমন সুন্দর কথাগুলো বলো তো। শুন্‌লে

প্রাণ একেবারে জুড়িয়ে যায়। তা বাবাজী তুমি যখন আমাদের অভয় দিলে তাহ'লে কথা বলি ?

বিজয়। বলুন—আপনাদের কি বলবার আছে ?

নরহরি। বলি শোন তবে। আমাদের গাঁয়ে এই সেদিনে নন্দীদেব যে বড় বাগান বাড়ীটা ছিলো সেটা—

বিজয়। হ্যাঁ, সেটাতো কোলকাতার ব্যারিষ্টার নীবেন মুখুয্যে কিনেছে !

হরিসাধন। এই তো, তুমিতো তাহ'লে সবই জানো দেখছি। তা কি বলে, ওই যে ওই মানে ওই বেবিস্টারেব একটা মেমসায়েব গোছের মেয়ে আছে। সেদিন দুপুর বেলা নবহরি কৃপাময় আমি, মনে কর এমন কি তোমার কাকাও ছিলো সেখানে, আমরা সব পুব-পাড়ের চণ্ডী মণ্ডপে ব'সে দুটো সুখ দুঃখের কথা ব'লছি—

নরহরি। ঠিক এমন সময় বুঝলে—

হরিসাধন ! তুই থাম্ নবহরি আগে আমি বলি।

নরহরি। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বল, তাই বল।

হরিসাধন। ঠিক সেই সময়ে ওই বেরিষ্টারের মেয়েটার সঙ্গে তোমার ভাই অনিল যাচ্ছিলো। আমাদের অপ্‌রাধের মধ্যে জিজ্ঞেস ক'রেছি, হ্যাঁ বাবা অনিল যাচ্ছো কোথায় ? ব্যস্ আর যাবে কোথায়, অম্‌নি বাপ্

তোমার ভাই তো আমাদের যা ইচ্ছে তাই গালি মন্দ ক'রলে, তার ওপর তোমার খুড়ো যেই বুঝিয়ে দুটো কথা ব'লতে গেলো, অম্‌নি সেই মেয়েটা তোমার ভায়ের হাত ধ'রে হিড়্ হিড়্ ক'রে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন। যাবার সময় আমাদের ব'ল্লে কি না আম্‌রা সমাজের কাঁটা!

নরহরি। এর বিচার তুমি কর বাবা, সেই জন্যেই আমরা পাঁচজনে আজ তোমার দরজায় এসেছি। তোমার ভাইটাও শেষকালে এম্‌নি ক'রে ব'কে যাবে, আম্‌রা তা ভাব্‌তেও পারিনি।

কৃপাময়। তাতো বটেই—শেষকালে কি না কোলকাতার খেষ্টান্‌নির পাল্লায় প'ড়লো—

বিজয়। কি বলছেন আপ্‌নারা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! অনিল আসুক তারপর যা হয় এর ব্যবস্থা আমি ক'রবো!

কৃপাময়। তা করো বাবা তাই করো, নইলে দুদিন পরে মাথায় উঠে গেলে ওরা আমাদের মান ইজ্জত আর কিচ্ছু রাখবে না—তা ব'লে দিচ্ছি—তা

(এমন সময় অনিলের প্রবেশ ব্যস্তভাবে)

অনিল। দাদা—এই দেখো কারা তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসছে?

(সঙ্গে সঙ্গে নীরেনবাবু ও বাসন্তী প্রবেশ ক'রলো)

বিজয়। আরে আজকে আমার বাড়ীতে একেবারে চাঁদের হাট বসে গেছে ? রামু ও রামু অঞ্জলি ও অঞ্জলি।

নীরেন। (ব'সে) থাক্ থাক্ তোমাকে আর ব্যস্ত হ'তে হবে না। (হরিসাধন প্রভৃতির দিকে চেয়ে) এই যে. আমার বাড়ী ছেড়ে আপনারা এখানেও এসেছেন দেখছি। তা ভালোই হ'ল—এমন শুভ সময়ে গ্রামের পাঁচজন মাতব্বর থাকাও প্রয়োজন, তা না হ'লে সাক্ষী থাক্‌বে কে ?

হরিসাধন। সাক্ষী—কি-সের সাক্ষী ! ওরে বাবা সাক্ষীটাক্ষি আম্‌রা থাক্‌তে পারবো না।

বিজয়। থাক্‌তে পারবো না বললে তো আব চ'লবে না ; এমন সময় যখন এসে প'ড়েছেন তখন আপনাদেরও থাকতে হবে।

নীরেন। ঠিক বলেছ' তুমি। তা একটু ধান দূর্বার ব্যবস্থা করো, এই সঙ্গে একেবারে ছেলেকে আশীর্বাদ ক'রে যাই—ওঁরাও আশীর্বাদ করুক। এ সব শুভ কাজ, পাঁচজনের মঙ্গল কামনা একান্ত দরকার, কি বলেন আপনারা ?

নরহরি। হ্যাঁ হ্যাঁ তাতো বটেই তো।

(রামু আশীর্বাদের জিনিসপত্র নিয়ে প্রবেশ করলো। নীরেন বাবু বিজয়বাবু গ্রামের আর সকলে অনিলকে আশীর্বাদ করলো। অঞ্জলি শাঁক বাজালো। খাবার এলো, নরহরি প্রভৃতি গ্রামবাসীরা উদর ভর্তি ক'রে একে একে স'রে পড়লো। মঞ্চে রইলো শুধু বিজয় আর নীরেন বাবু)

নীরেন। এবার কি হ'ল বল ? আর কেউ কোন কথা ব'লতে সাহস ক'রবে কি ?

বিজয়। দেখুন নীরেনবাবু, কে কি বলবে বা বলবে না ও সব আমি কেয়ার করি না। আমার ভাইয়ের বিয়ে আমি এখানে দেবো ব'লে যখন প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম তখন বিয়ে দিতামই। কেউ আমায় বারণ ক'রে আটকে রাখতে পারতো না। তাই এই একটু আগে, অঞ্জলিকে ব'লছিলাম ; শুধু যদি একবার আপনার মত পাই—

নীরেন। এখন তো পেয়েছে ?

বিজয়। হ্যাঁ—এখন আমি আর কারুর কথা গ্রাহ্য করি না।

নীরেন। কিন্তু বাবা বিজয়, সব তো হ'ল, এদিকে আরো দুটো কাজ বাকী প'ড়ে রইলো যে। সেগুলো তুমি আর আমি যদি না করি তাহ'লে কে ক'রবে বল ?

বিজয়। কি কাজ বলুন ?

নীরেন। তুমি তো বেশ স্বার্থপর হে, নিজের ভায়ের বিয়ে দিয়ে আমার মেয়ে নিয়ে নিজের ঘর আলো ক'রছো, কিন্তু এদিকে আমি বুঝি এই বুড়ো বয়সে একলা সঙ্গীহীন ঘরে ব'সে ব'সে চোখের জল ফেল্‌বো ?

বিজয়। না না কি যে বলেন আপনি ?

নীরেন। বলি নিজের বোনটার বিয়ে দেবে তো, না কলেজের মাষ্টার ক'রবে, আগে সেই কথাটা শুনি।

বিজয়। বিয়ে দেবো—কিন্তু—

নীরেন। কিন্তু পাত্র না দেখে কি ক'রে দেবে এই তো। তা সে সব আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি। আমার কাকার একটি ছেলে আর একটি মেয়ে আছে। দু'জনেই আমার কাছে থাকে। আমি তাদের তার ক'রে দিয়েছি এখানে আস্‌বার জন্যে। ছেলে এলে তার সঙ্গে অঞ্জলির বিয়ে দিয়ে আমার ঘর আলো করবো আমি। আর ওই মেয়ের সঙ্গে তোমার কাকার ছেলের বিয়ে দিয়ে ভাঙ্‌বো তোমাদের এই চিরকেলে শত্রুতা !

বিজয়। আপনাকে যে আমি কি ক'রে ধন্যবাদ—

নীরেন। থাক্ থাক্ আর ধন্যবাদে দরকার নেই। তার চেয়ে তুমি সব জোগাড় সুরু ক'রে দাও। আমি এদিকে আমার চাপরাশি পাঠিয়ে তোমার কাকাকে ভয়

দেখিয়ে হ'ক যেমন ক'রে হ'ক অনুপের সঙ্গে আমার কাকার মেয়ে অনুভার বিয়ের সব ঠিক ক'রে ফেলি। তারপর একদিনে এক সঙ্গে তিনটে বিয়ে দিয়ে তিন জোড়া বর ক'নে এক বাসর ঘরে তুলে তবে আমার ছুটি।

(হা হা ক'রে হাসতে লাগলো)

সপ্তম দৃশ্য

[বিজয়বাবুর বাড়ী। দৃশ্য আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে সানাইয়ের মধুর মিলন সুর শোনা গেলো। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে বাজতে লাগলো শুভ শঙ্খ। বাসর ঘর। ঘরের মধ্যে প্রথমে ছেলে মেয়েরা ঘিরে তিনজোড়া বর ক'নে ঢুকছে দেখা গেলো অঞ্জলি অমরা, বাসন্তী, অনিল অনুপ ও অনুভা। পেছন পেছন প্রবেশ করলো হরিসাধনের দল। নরেশ চক্রবর্তী নীরেন ব্যানার্জি ও বিজয়বাবু। পরপর বাসন্তী থেকে আরম্ভ ক'রে সকলে এদের সকলকে নমস্কার করলো]

বিজয়। সত্যি নীরেনবাবু আজ এই মিলনের রাত্রে সবচেয়ে বড় বন্ধু আমাদের আপনি।

নীরেন। (নরেশ বাবুকে দেখিয়ে) আর ইনি—ইনি কি কিছু কম নাকি ?

নরেশ। কি যে বলেন তার ঠিক নেই।

হরিসাধন। কেমন, এইবার মিলিয়ে নাও। আমি ব'লেছিলুম, ওরা যতই ঝগড়া করুক ভেতরে ভেতরে কি বলে

ওই ফল্গু নদীর মত ওদের স্রোতের টান তর্ তর্ ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে।

নরহরি। আমিও বলিনি নাকি ? আমিও ব'লেছিলুম অনিল আর বাসন্তীর মত মেয়ে আজকালকার যুগে বড় একটা চোখে দেখা যায় না।

(সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো)

নীরেন ওহে, এবার এসো আম্‌রা সব একটু পুরানো আলাপ গুলো নতুন ক'রে ঝালিয়ে নি। আর এই ফাঁকে ওরাও একটু আনন্দ ক'রে নিক।

(হো হো ক'রে হাসতে হাসতে নীরেন বাবু বিজয়বাবু নরেশ বাবু ও হরিসাধন বাবু প্রস্থান ক'রলো। ওদিক দিয়ে বৌদি ধীরে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তী প্রভৃতি সকলে তার কাছে গিয়ে ব'ললো)

বাসন্তী প্রভৃতি } বৌদি আমাদের আশীর্বাদ কর। তোমার আশীর্বাদ না পেলে আমাদের এ মিলন যে অপূর্ণ র'য়ে যাবে।

বৌদি। তোমাদের আর কি আশীর্বাদ করবো, ভগবানের কাছে আজকের দিনে প্রার্থনা করি যে, হে ভগবান তুমি যুগে যুগে মানুষের ঘরে ঘরে এমনি ক'রে মিলনের আনন্দ দাও। ঠাকুরঝি আজকে দিনে সেই গানটা গাইবে—

গান

অঞ্জলি। চাঁদ যদি নাই ওঠে
মিলনেরি এই রাতে
মেয়েরা। পাখি যদি নাহি গাহে
ক্ষতি নেই কিছু তাতে ॥
ছেলেরা। তুমি আছো মোর পাশে
আঁখি চাঁদ হ'য়ে হাসে
দু'দলে। এসো মোরা গান গাহি
দু'জনায় এক সাথে ॥
মেয়েরা। ফুল যদি নাহি ফোটে
কাননের গাছে গাছে
ছেলেরা। মন ফুল ঝরে নাহি
মন মাঝে আজো আছে ॥
মেয়েরা। জীবনেরি এই পথে
চলি যেনো জয় রথে
দু'দলে। সেই কথা বল তুমি
হাত খানি রেখে হাতে ॥

যবনিকা